وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
and speak to people good words
অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখো
শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
হাসান মাসরুর অনূদিত

সূচিপত্র

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ইসলাম মানুষের সাথে ভালো আচরণ এবং তাদের সাথে কোমলতার প্রতি আহ্বান করে। ইসলামের সুমহান নীতি ও আদর্শ মানুষের অনুভূতি ও চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ রাখার কথা বলে। এ কারণেই তো প্রতিটি সদস্যের মাঝে সামষ্টিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে। উত্তম আচরণ ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উত্তম ভাষা নির্বাচনের আদেশ করেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

'আর মানুষের সাথে ভালো কথা বলবে।'[১]

আল্লাহ তাআলা এটিকে সেই হিকমতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন—যাকে তা দেওয়া হয়েছে, তাকে অনেক কল্যাণ দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কঠোরতা ও রূঢ়তা এবং কায়কারবারে অবহেলা ও অন্যদের কষ্ট প্রদানের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

---

১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৮৬।

এই কিতাবে কিতাবুল্লাহ, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিন থেকে বর্ণিত কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে উপকারী ইলম, নেক আমল এবং তাঁর পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে তাওফিক প্রার্থনা করছি। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসুল আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথিদের ওপর।

- শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

মানুষের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

নবিদের চারিত্রিক গুণাবলির মাঝে অন্যতম হলো, মানুষের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি ﷺ-কে বলেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।'[২]

আল-কাসিমি رحمه الله বলেন :

'(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ) "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন।" অর্থাৎ সকল মুমিনের জন্য; যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন

---

২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৫৯।

(بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) : "মুমিনদের প্রতি তিনি স্নেহশীল দয়াময়।"[৩]

(وَلَوْ كُنتَ فَظًّا) "যদি আপনি রূঢ় হতেন।" অর্থাৎ মন্দ চরিত্র ও শক্ত কথার অধিকারী হতেন। (غَلِيظَ الْقَلْبِ) "কঠিন হৃদয়ের অধিকারী" অর্থাৎ শক্ত ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী। তাদের সাথে কঠোর রূঢ় আচরণ করা। (لَانْفَضُّوا) তথা তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। (مِنْ حَوْلِكَ) "আপনার কাছ থেকে।" ফলে আপনার কাছে তারা প্রশান্তি পেত না। আর আপনার দাওয়াতও পূর্ণতা পেত না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে সহজ, সুমহান, হাস্যোজ্জ্বল, কোমল, সুহৃদয়, নেককার, স্নেহশীল ও দয়াময় হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। (فَاعْفُ عَنْهُمْ) "কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন।" অর্থাৎ আপনার অধিকারের ক্ষেত্রে তারা যে সীমালঙ্ঘন করেছে, তা আপনি ক্ষমা করে দিন, যেমন আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। (وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ) "এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" তাদের প্রতি দয়ার পূর্ণতা প্রদান হিসেবে। (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) "এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।" অর্থাৎ তাদের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে, তাদের অন্তরের প্রশান্তিস্বরূপ এবং তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দিয়ে আপনি তাদের সাথে যুদ্ধ ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ করুন।... জনৈক তাফসিরকারক বলেন, "আয়াতের ফলাফল হলো, উত্তম চরিত্রকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক।

---

৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১২৮।

বিশেষ করে যারা আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াত দেবেন এবং সৎকাজের আদেশ করবেন তাদের জন্য।'"[৪]

ইমাম আস-সাদি ﷺ বলেন :

'...দ্বীনি ক্ষেত্রে নেতার উত্তম চরিত্র মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করে এবং বিশেষ প্রশংসা ও বিশেষ সাওয়াবের সাথে সাথে তাদেরকে তার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আর দ্বীনি ক্ষেত্রে নেতার মন্দ চরিত্র মানুষকে নিন্দা ও বিশেষ শাস্তির সাথে সাথে তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেয়। এই নিষ্পাপ রাসুলের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যা বলার বলেছেন। তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রে কী হবে? এটি কি সবচেয়ে বড় আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, তাঁর মহান চরিত্রের অনুসরণ করা হবে? তিনি আল্লাহর আদেশের ওপর আমল করে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করতে মানুষের সাথে যে কোমল ভাষা ও উত্তম আচরণ করেছেন, সে অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা হবে?'[৫]

সকল নবির চারিত্রিক গুণাবলি আমাদের নবি ﷺ-এর অনুরূপই পাই। যেমন আল্লাহর নবি ইউসুফ ﷺ-এর ভাইদের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান দেখতে পাই, যখন তারা নিজেদের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিল :

---

৪. তাফসিরুল কাসিমি : ৪/২৭৬।

৫. তাফসিরুস সাদি : ১৫৪।

تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ

'আল্লাহর কসম, অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।'[৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমতা দান করার পর যখন তাঁর পরিবার তাঁর কাছে জড়ো হলো, তখন তিনি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং খুব দ্রুত (এমন হয়েছে যে,) :

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আর তিনি তার পিতামাতাকে সিংহাসনের ওপর বসালেন এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদাবনত হলো। তিনি বললেন, "পিতা, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার স্বপ্নের বর্ণনা, আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে

৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯১।

এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা ইচ্ছা করেন, তা সূক্ষ্ম উপায়ে বাস্তবায়ন করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৭]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'এখানে তিনি এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ আমাকে কূপ থেকে বের করেছেন; এটি করেছেন ভাইদের প্রতি আদব রক্ষা এবং তাদের প্রতি এই ইহসান করার জন্য যে, তিনি কূপে নিক্ষেপের মাঝে যা হয়েছে, তার মাধ্যমে তাদের লজ্জিত করেননি। তিনি বলেন, (وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ) "এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন।" তিনি আদবের প্রতি লক্ষ রেখে এ কথা বলেননি যে, ক্ষুধা ও প্রয়োজনের তীব্রতা তোমাদের নিয়ে এসেছে। তিনি এখানে যা ঘটেছে, তার কারণটি শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, সরাসরি তাদের দিকে সম্পৃক্ত করেননি; যদিও সরাসরি ক্রিয়া সম্পাদনকারী কারণ হিসেবে উল্লেখ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তিনি বলেছেন, (مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) "শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর।" তিনি উদারতা, দয়া এবং আদবের হক আদায় করেছিলেন। এ ধরনের পরিপূর্ণ গুণ

---

৭. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০০।

শুধু নবি-রাসুলগণই অর্জন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন।'[৮]

ইমাম সাদি ﷺ বলেন :

'এটি ইউসুফ ﷺ-এর উদারতা এবং সুন্দর সম্বোধনের অংশ যে, তিনি জেলের অবস্থা তুলে ধরেছেন; কিন্তু কূপে নিক্ষেপের অবস্থার কথা বলেননি। কারণ, তিনি তাঁর ভাইদের পরিপূর্ণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি আর সে অপরাধের কথা আলোচনা করেননি। আর গ্রাম থেকে তোমাদের এখানে আসা আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার করুণা। ফলে তিনি বলেননি, ক্ষুধা ও ক্লান্তি তোমাদের নিয়ে এসেছে। এ কথাও বলেননি যে, আমি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। বরং তিনি বলেছেন, (أَحْسَنَ بِي) "তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" অনুগ্রহ-দানকে তিনি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। কতই না মহান সে সত্তা, যিনি নিজ বান্দাদের থেকে যাকে চান, নিজের রহমতের মাধ্যমে বিশেষায়িত করেন। (مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي) "শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর।" তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার ভাইদেরকে শয়তান পথভ্রষ্ট করেছে। বরং তিনি অপরাধ ও অজ্ঞতাকে উভয় দিকেই সম্পৃক্ত করেছেন।'[৯]

---

৮. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৩৮০-৩৮১ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

৯. তাফসিরুস সাদি : ৪০৫।

সম্মানিতের ছেলে সম্মানিতের ছেলে সম্মানিতের ছেলে সম্মানিত নবি ﷺ-এর এই মহান অবস্থান আমাদের সামনে নবি-রাসুল এবং আল্লাহর বিশেষ নির্বাচিত বান্দাদের সুমহান চরিত্রের বিশালতা বর্ণনা করে দেয়। হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার এ কথা বাস্তবায়নস্বরূপ তাঁদের অনুসরণের তাওফিক দান করুন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

'এঁরাই তাঁরা, যাঁদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের পথনির্দেশনা অনুসরণ করো।'[১০]

---

১০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯০।

মানুষের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার কিছু বাস্তব চিত্র

ইসলাম মানুষের অনুভূতি, তাদের অবস্থা ও মানসিকতার হিফাজতকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। নবিজি ﷺ-এর নিম্নে বর্ণিত সুন্নাতসমূহে এই গুরুত্বের বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

প্রথমত, মজলিশে মুসলিমের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. মজলিশে বসে চুপে চুপে আলাপকারী বা আলোচনাকারীদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলামি শিষ্টাচারসমূহের একটি হলো, যখন কোথাও দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে বসে আলোচনা করে, তখন সেখানে অন্য কেউ প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে; কারণ, আলোচনাকারীদের কোনো গোপন কথা থাকতে পারে, যা আগন্তুককে জানানো তাদের পছন্দনীয় নয় অথবা তার কারণে হয়তো তারা চুপ হয়ে যেতে বা কথার প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। ফলে তার অনুপ্রবেশ তাদের জন্য কষ্টকর হবে। এখানে প্রবেশের উপযুক্ত শিষ্টাচার হলো, অনুমতি নেওয়া; যাতে এর মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং তার আগমনে আনন্দিত হয়।

সাইদ আল-মাকবুরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবনে উমর ﷺ জনৈক লোকের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় আমি তাঁদের মাঝে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি আমার বুকে আঘাত করে বললেন, "তুমি কি জানো না যে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا

"যখন দুজন ব্যক্তি একান্তে কথা বলবে, তখন তাদের নিকট বসবে না; যতক্ষণ না তাদের অনুমতি নাও।"'[১১]

এর কাছাকাছি আরেকটি আদব হলো, পাশাপাশি উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত পার্থক্য করবে না। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

'কারও জন্য দুই ব্যক্তির মাঝে তাদের অনুমতি ব্যতীত পার্থক্য করা বৈধ হবে না।'[১২]

'(بَيْنَ اثْنَيْنِ) অর্থাৎ তাদের দুজনের মাঝে বসে পার্থক্য করবে না।

১১. মুসনাদু আহমাদ : ৫৯৪৯।
১২. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৫২।

(إِلَّا بِإِذْنِهِمَا) তাদের অনুমতি ব্যতীত; কারণ, অনেক সময় তাদের মাঝে মহব্বত ও হৃদ্যতা থাকতে পারে অথবা গোপন কোনো কথাবার্তা চলমান থাকতে পারে বা আমানতের সম্পর্ক থাকতে পারে। এখন ওই লোকের মাঝখানে বসে পড়ার কারণে তাদের জন্য বিষয়টি কঠিন হয়ে যাবে।'[১৩]

২. গোপন আলোচনার ক্ষেত্রে উপবিষ্ট লোকের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলাম একই মজলিশে দুজন পৃথক হয়ে অন্যজনকে ছেড়ে গোপন আলাপ করতে বারণ করেছে। যদিও এই আলোচনা কোনো কল্যাণকর বা নেক বিষয়ে হয়ে থাকে; কারণ, এতে তাদের সাথে যে লোকটিকে শরিক করা হয়নি, তাকে চিন্তায় ফেলে দেওয়া হয়। সে ধারণা করতে পারে যে, তারা দুজন তার এমন কোনো বিষয়ে আলোচনা করছে, যা আলোচনা করা তার পছন্দনীয় নয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ

'যখন তোমরা তিনজন (একত্র) হও, তখন দুজন ব্যক্তি অপর একজনকে বাদ দিয়ে চুপিচুপি কথা বলবে না, যে

---

১৩. আওনুল মাবুদ : ১৩/১৩৩।

পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশে যাও; এ কারণে যে, তাহলে তাকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেবে।'[১৪]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এই নিষেধাজ্ঞা হারামের নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং দলের কোনো সদস্যকে বাদ দিয়ে অন্যদের চুপিসারে আলাপ হারাম; যদি না ওই সদস্য এর অনুমতি দেয়।'[১৫]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, '(حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ) "যে পর্যন্ত না অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশে যাও;" অর্থাৎ এই তিনজন অন্যের সাথে মিলিত হয়। আর অন্য লোক একজনও হতে পারে অথবা একাধিকও হতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যখন চারজন লোক একত্রিত হবে, তখন দুজনের গোপনে আলাপ নিষিদ্ধ নয়; কারণ, এখানে অন্য দুজনে গোপনে আলাপ করার সুযোগ রয়েছে। আর এটি ইমাম বুখারির আল-আদাবুল মুফরাদ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইমাম আবু দাউদও এটি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। ইবনে উমর ﷺ থেকে আবু সালেহ ﷺ-এর সূত্রে ইবনে হিব্বান ﷺ হাদিসটিকে সহিহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আবি সালেহ বলেন, "আমি বললাম, "যদি তারা চারজন হয়?" ইবনে উমর ﷺ বললেন, "কোনো সমস্যা নেই।"

---

১৪. সহিহুল বুখারি : ৬২৯০, সহিহু মুসলিম : ২১৮৪।
১৫. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৪/১৬৭।

আব্দুল্লাহ বিন দিনার ﵀ থেকে ইমাম মালিক ﵀ বর্ণনা করেন :

“ইবনে উমর ﵄ যখন কোনো লোকের সাথে গোপনে আলোচনা করতে চাইতেন এবং তাঁরা তিনজন থাকতেন, তখন চতুর্থ একজনকে ডেকে আনতেন। তারপর তাদের দুজনকে বলতেন, “তোমরা সামান্য আরাম করো; কারণ, আমি শুনেছি,...” তিনি হাদিসটি উল্লেখ করেন।”

(مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ) “এ কারণে যে, তাহলে তাকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেবে।” তিনি বলেছেন, তাকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেবে। কারণ, সে ধারণা করবে যে, তাদের দুজনের গোপন আলাপ তার ব্যাপারে মন্দ কোনো বিষয়ে অথবা তার প্রতি বিদ্বেষবশত তাকে এড়িয়ে কথা বলা হচ্ছে।

এথেকে বোঝা যায় যে, যখন গোপন আলাপকারী আলাপের জন্য বিশেষ কাউকে নির্দিষ্ট করে নিলে অন্যরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে, তখন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে যদি দ্বীনি জরুরি কোনো বিষয়ে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।

ইমাম মাজারি ﵀ ও তার মতো আরও অনেকে বলেছেন, “একজনকে বাদ দিয়ে দুজনের কথা বলা বা একদল লোকের কথা বলার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।” ইমাম কুরতুবি ﵀ আরও বাড়িয়ে বলেন, “বরং একজনকে বাদ দিয়ে আরও বেশি সংখ্যক লোকের গোপন আলাপ আরও বেশি কঠিন ও ভয়ানক। সুতরাং এখানে নিষিদ্ধের বিষয়টি

আরও উত্তমভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে হাদিসে তিনজনের আলোচনা করা হয়েছে; কারণ, সর্বপ্রথম যে সংখ্যার মাঝে উক্ত অর্থটি (দুর্ভাবনায় পড়া) পাওয়া যাবে, সেটি হলো তিন। সুতরাং যেখানেই এই অর্থ পাওয়া যাবে, সেখানেই হুকুম প্রয়োগ হবে।"

ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেন, "একজনকে বাদ দিয়ে বাকিদের আলোচনার দল যতই বৃদ্ধি পাবে, পেরেশানির বিষয়টি তত বেশি হবে এবং তোহমতের উপস্থিতি থাকবে। সুতরাং এখানে আরও উত্তমভাবে হারামের বিষয়টি সংযুক্ত হবে।""[১৬]

ইমাম খাত্তাবি ﵀ বলেন, '(তার ধারণার কারণে) সেটি তাকে দুর্ভাবনায় ফেলে দেবে। আর এটি তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে সম্মানের সাথে বিশেষায়িত করার কারণে হবে।'[১৭]

রিয়াজুস সালিহিন এবং ইবনে আলানের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'প্রয়োজন ছাড়া বিনা অনুমতিতে তৃতীয়জনকে ছেড়ে দুজনের গোপন আলাপ নিষিদ্ধসংক্রান্ত অধ্যায়। অবশ্য যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে ক্ষমা পাবে। কারণ, তখন তাদের দুজনের ধারণা অনুযায়ী অকল্যাণের ওপর কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। তাদের দুজনের ভিন্ন ভাষায় কথা বলা—যা তৃতীয়জন বোঝে না—এটাও গোপন আলাপের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১৮]

---

১৬. ফাতহুল বারি : ১১/৮৬।
১৭. মাআলিমুস সুনান : ৪/১১৭ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।
১৮. শারহু ইবনি আলান : ৮/৯৫।

৩. কেউ কোথাও বসার পর তাকে তার বসার স্থান থেকে সরিয়ে সেখানে না বসা; বরং তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

যে যেখানে বসেছে, সে-ই সেখানে বসার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় অধিক হকদার। তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও নেই। এটি একটি ইসলামি আদব, যার লক্ষ্য হলো, আসনের মালিকের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা। সে আগে বসার কারণে সে-ই সেখানকার বেশি হকদার।

আর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর হবে, যখন কেউ তাকে তার স্থান থেকে এই মনে করে সরিয়ে দেবে যে, ওই ব্যক্তির ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব বেশি।

এই হকের বিষয়টি ব্যাপকভাবে সব মজলিশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে ইবাদত ও আমলের মজলিশগুলোতে এটি বেশি অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ, ইসলাম কল্যাণের কাজে দ্রুত ছুটে যাওয়া, সালাতে সবার আগে উপস্থিত হওয়া, একতাবদ্ধ হওয়া ও জামাআতের প্রতি উৎসাহিত করেছে। সুতরাং কেউ যখন সাধারণ কোনো স্থানে অন্যদের আগে উপস্থিত হয়, তখন অন্য কারও জন্য তাকে উঠিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। তারপরেও যে তাকে উঠিয়ে দিয়ে

সেখানে বসবে, সে যেন নষ্ট খেজুর ও নষ্ট পরিমাপযন্ত্র সংগ্রহ করেছে।[১৯]

আবুল খাসিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় ইবনে উমর ﵄ আসলেন। মজলিশের এক লোক তাঁর জন্য উঠে গেলেন। কিন্তু ইবনে উমর ﵄ সেখানে না বসে অন্য এক স্থানে বসলেন। লোকটি বলল, "যদি আপনি এখানে বসতেন, তাহলে কী সমস্যা ছিল?" তিনি বললেন, "যা আমি রাসুল ﷺ-এর থেকে দেখেছি, তা দেখার পর আমি তোমার স্থান বা অন্য কারও স্থানে বসতে পারি না : এক লোক রাসুল ﷺ-এর নিকট এলে অন্য লোক তার জন্য তার স্থান হতে উঠে দাঁড়াল। সে সেখানে বসার জন্য যেতে থাকলে নবিজি ﷺ তাকে বারণ করলেন।"'[২০]

ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

'কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। বরং তোমরা (বলবে) প্রশস্ত করে দাও, জায়গা বিস্তার করে দাও।'

---

১৯. আদাবুল কাতিব : ৩১৬ পৃ.।
২০. মুসনাদু আহমাদ : ৫৫৬৭, সুনানু আবি দাউদ : ৪৮২৮।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :

'আমি বললাম, (فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟) "জুমআর দিনে?" তিনি বললেন, (فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا) "জুমআর দিনে এবং অন্য দিনেও।"

ইবনে উমর ﷺ-এর জন্য কেউ যখন মজলিশ থেকে উঠে জায়গা করে দিত, তখন তিনি সেখানে বসতেন না।'[২১]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ، وَلَكِنْ أَفْسِحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

'কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির জন্য তার বসার জায়গা থেকে দাঁড়াবে না। তবে তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে দাও, আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দেবেন।'[২২]

আলবানি ﷺ এই হাদিসের ব্যাপারে বলেন, 'বাহ্যিকভাবে এটিই বোঝা যায় যে, এটি ইসলামি শিষ্টাচার নয় যে, কেউ তার বসার স্থান থেকে উঠে যাবে; যেন সেখানে অন্য কেউ বসতে পারে। মানুষ এমনটি করে সম্মান দেখিয়ে। সুতরাং কিয়াম (দাঁড়ানো) বা এ ধরনের অবস্থা নবিজি ﷺ-এর নির্দেশনার বিপরীত। নবিজি ﷺ-এর এ কথা থেকে

---

২১. সহিহু মুসলিম : ২১৭৭।

২২. মুসনাদু আহমাদ : ১০২৬৬।

সর্বনিম্ন মাকরুহ বোঝা যায় : (لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ... مِنْ مَجْلِسِهِ) "কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির জন্য তার বসার জায়গা থেকে দাঁড়াবে না।" কারণ, এটি নফি (নেতিবাচক)—নিষেধের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মূল হলো হারাম, মাকরুহ নয়। তবে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক ভালো জানেন।'[২৩]

৪. অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা, যখন মজলিশে সে নিজের স্থানে ফিরে আসবে

ইসলাম অধিকারগুলো বর্ণনা করে দিয়ে তা তার প্রাপকের জন্য সংরক্ষণও করেছে। যেন মতানৈক্য সৃষ্টি না হয় এবং কেউ নিজের অনধিকার চর্চা না করে। আর এর ফলে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়।

এ রকম একটি ব্যাপার হলো, জায়গার ব্যাপার। যখন কেউ কোনো সাধারণ স্থানে আগে এসে বসবে, তখন সে-ই সে স্থানের বেশি হকদার। তারপর যদি সে কোনো প্রয়োজনে সেখান থেকে উঠে যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সে স্থানের ব্যাপারে সে-ই বেশি হকদার। যে তার স্থানে বসেছে, তার জন্য সেখান থেকে উঠে যাওয়া আবশ্যক।

---

২৩. মাজমুউ ফাতাওয়াল বানি : ২২১ পৃ.।

তবে উত্তম হলো, সে স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তি সেখানে এমন কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন রেখে যাবে যে, এটি তার আসন; যেন এর মাধ্যমে ঝগড়া বা বিদ্বেষের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

'যখন তোমাদের কেউ নিজের বসার স্থান থেকে উঠে যায়, তারপর সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সে-ই সে স্থানের (বসার) অধিক হকদার।'[২৪]

এটি এমন একটি মাসআলা, যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন; বিশেষ করে যখন সভায় স্থান সংকীর্ণ হয় তখন।

৫. মজলিশে বড়দের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা এবং তাদের সম্মান ও কথা বলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া

এটি ইসলামের একটি বড় শিষ্টাচার যে, বড়দের আগে ছোটরা কথা বলবে না। বরং ছোটরা যদি বড়দের কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে, তাহলে এটিকে উত্তম আচরণ হিসেবে গণনা করা হয়।

---

২৪. সহিহু মুসলিম : ২১৭৯।

ইসলামের এই সুন্দর শিষ্টাচারটি আজ অনেক মুসলিম সন্তান থেকে হারিয়ে গেছে। আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তারা নিজেদের জীবনে এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। সুতরাং মুরব্বিদের এই মহান চরিত্রের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা উচিত।

বড়দের সম্মানের ব্যাপারে আবু মুসা আল-আশআরি ﵁ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

'নিশ্চয় বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহকের প্রতি—যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয়—এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান দেখানো মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত।'[২৫]

উবাদাহ বিন সামিত ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

২৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৪৩।

'সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়কে সম্মান করে না, ছোটকে স্নেহ করে না এবং আমাদের আলিমের হক চেনে না।'[২৬]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন :

أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ

'আমি ঘুমের মধ্যে নিজেকে আমার একটি মিসওয়াক দিয়ে মিসওয়াক করতে দেখলাম। তখন দুই লোক আমাকে আকৃষ্ট করল, যাদের একজন অন্যজনের চেয়ে বয়সে বড়। তখন আমি মিসওয়াকটি কম বয়সিকে দিতে গেলে আমাকে বলা হলো, "বড়কে দিন।" তাই আমি বড়জনকে তা দিয়ে দিলাম।'[২৭]

বরং এটি রাসুল ﷺ-এর চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল—যেমনটি মক্কা-বিজয়ের সময়কার এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাই :

আসমা বিনতে আবু বকর ﵄ বলেন, 'যখন রাসুল ﷺ মক্কায় এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর কাছে

---

২৬. মুসনাদু আহমাদ : ২২৭৫৫, মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানি : ১৪৭।
২৭. সহিহু মুসলিম : ৩০০৩।

আবু বকর ؓ তাঁর বাবাকে নিয়ে এলেন। রাসুল ﷺ বললেন, “আপনি কি এই বৃদ্ধকে উনার বাড়িতে রেখে আসতে পারলেন না? তাহলে আমিই সেখানে উনার কাছে আসতাম।” আবু বকর ؓ বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, আপনি উনার কাছে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে তিনিই আপনার কাছে হেঁটে আসার অধিক যোগ্য।”” তিনি বলেন, ‘এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ উনাকে নিজের সামনে বসালেন এবং উনার বুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। এরপর উনাকে বললেন, “আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন!” তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।’[২৮]

রাফি বিন খাদিজ ও সাহল বিন আবি হাসমাহ ؓ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ‘আব্দুল্লাহ বিন সাহল ও মুহাইয়িসাহ বিন মাসউদ খাইবারে আসলেন। তারপর তাঁরা খেজুর বাগানে ছড়িয়ে পড়লেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন সাহল নিহত হলেন। তখন আব্দুর রহমান বিন সাহল ও ইবনে মাসউদের দুই ছেলে হুয়াইয়িসাহ ও মুহাইয়িসাহ নবিজি ﷺ-এর কাছে এলেন। তাঁরা নিজেদের সাথিদের ঘটনাটি তাঁর কাছে বললেন। এই দলের সবচেয়ে ছোট ব্যক্তি ছিলেন আব্দুর রহমান। তিনিই কথা শুরু করলেন। তখন নবিজি ﷺ তাকে বললেন :

كَبِّرِ الْكُبْرَ

---

২৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৬৯৫৬।

"বড়কে বলতে দাও। বড়কে বলতে দাও।"

ইয়াহইয়া (বর্ণনাকারীদের একজন) বলেন : (يَعْنِي: لِيَلِيَ الكَلَامَ الأَكْبَرُ - فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ) অর্থাৎ বড় যেন কথা বলে। অতঃপর তাঁরা তাঁদের সাথির বিষয়টি বললেন।'[২৯]

বুখারির অন্য এক বর্ণনায় এসেছে :

الكُبْرَ الكُبْرَ

'বড়কে বলতে দাও। বড়কে বলতে দাও।'[৩০]

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে :

كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السِّنِّ

'বয়সে বড়কে বলতে দাও।'[৩১]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন বয়স্ক ব্যক্তির মাঝে যোগ্যতা থাকবে, তখন তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু যদি সে তা থেকে মুক্ত হয় (অর্থাৎ অযোগ্য হয়) তাহলে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। হাদিসে বড়কে

---

২৯. সহিহুল বুখারি : ৬১৪২।
৩০. সহিহুল বুখারি : ৬৮৯৮।
৩১. সহিহু মুসলিম : ১৬৬৯।

অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি প্রয়োগ করা হয়, হয়তো নিহতের অভিভাবক যোগ্য না হওয়ার কারণে। ফলে বিচারক নিকটাত্মীয় কাউকে তার দাবির স্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অথবা অন্য কোনো কারণে।'[৩২]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এতে গুণাগুণে সমান হলে বয়স্ক ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্যই ইমামতি, বিয়ের অভিভাবকত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে সমগুণের ব্যক্তিদের মাঝে বয়স্ক ব্যক্তি প্রাধান্য পাবে।'[৩৩]

আলিমগণ এই আদবের অনুশীলন করেছেন। এই তো ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ—তিনি ইলম ও তাকওয়া এবং সৃষ্টির মাঝে অবস্থানগত দিক দিয়ে ছিলেন শ্রেষ্ঠ—তার ব্যাপারে ইমাম আল-মাররুজি ﷺ বলেন, 'আবু আব্দুল্লাহ সাথি ও তার চেয়ে বয়স্কদের সম্মানের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সবচেয়ে সচেতন ছিলেন। তার কাছে আবু হুমাম গাধায় আরোহণ করে এসেছিলেন। তখন আবু আব্দুল্লাহ তার জন্য জিনের রিকাব ধরে রেখেছিলেন। তার চেয়ে বয়সে যারা বড়, তাদের ক্ষেত্রে তাকে আমি এমনটি করতে দেখেছি।'[৩৪]

---

৩২. ফাতহুল বারি : ১২/২৩৮।
৩৩. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১১/১৪৬।
৩৪. আল-আদাবুশ শারয়িয়্যাহ : ১/৪৪৩।

দ্বিতীয়ত, মেহমানদারির ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. অতিথি মেহমানদারির জন্য ওজরখাহি করলে দাওয়াতকারীর অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

মেহমানের মেহমানদারি হলো তার জন্য সম্মান প্রদর্শন, তাকে অভ্যর্থনা জানানো এবং তার প্রতি ইহসান বা অনুগ্রহ করা। আর ইহসানের হক হলো অনুরূপ জিনিস দিয়ে তা পরিশোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে?'[৩৫]

এটিই নীতি; যতক্ষণ না এখানে কোনো প্রতিবন্ধক থাকে। যেমন সেখানে শরয়ি কোনো সমস্যা থাকতে পারে অথবা বাস্তবিক কোনো সমস্যা থাকতে পারে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো বিষয় থাকতে পারে। সুতরাং তার জন্য শরয়ি দিকটির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে এবং তাকে মাখলুক ও নফসের আনুকূল্যের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে।[৩৬] তবে তিনি নিজের ওজরের সংবাদ দেবেন খুব কোমলতার সাথে।

---

৩৫. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৬০।

৩৬. আল-ইলাম লি ইবনিল মুলকিন : ৬/৪২০।

সব বিন জাসসামাহ আল-লাইসি থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ-কে আবওয়া বা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় অবস্থানের সময় একটি বন্য গাধা উপঢৌকন দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এরপর নবিজি ﷺ তাঁর চেহারায় মনঃক্ষুণ্ন ভাব দেখে বললেন, (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) 'ওটা আমি কখনো তোমাকে ফিরিয়ে দিতাম না, যদি না আমি মুহরিম হতাম।'[৩৭]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এতে প্রমাণ রয়েছে যে, কোনো কারণে হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়া জায়িজ। মুসান্নিফ (ইমাম বুখারি) ﷺ এর তরজমা করেছেন এভাবে : "যে কোনো কারণে হাদিয়া ফিরিয়ে দিয়েছে।" এতে হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ায় হাদিয়াদাতার অন্তরের প্রশান্তির জন্য ওজরখাহি করা এবং হিবা বা দান কবুল করা ছাড়া মালিকানায় প্রবেশ করে না এবং মালিকানার ক্ষমতা থাকলেই কেউ মালিক হয়ে যায় না—এই ব্যাপারটিও উল্লেখ রয়েছে। আর মুহরিম ব্যক্তির হাতে যদি তার জন্য শিকার নিষিদ্ধ এমন কোনো জিনিস চলে আসে, তাহলে সেটি তার জন্য ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক—এটিও বুঝে আসে।'[৩৮]

ইবনুল মুলকিন ﷺ বলেন, 'আর হাদিসের কিছু ফায়দা হলো, যখন ফিরিয়ে দেওয়ার মতো কোনো প্রতিবন্ধক

---

৩৭. সহিহুল বুখারি : ১৮২৫।
৩৮. ফাতহুল বারি : ৪/৩৪।

সৃষ্টি না হবে, তখন হাদিয়া দেওয়া ও গ্রহণ করা জায়িজ আছে। আর যখন হাদিয়াদাতার হাদিয়া গ্রহণ করা হবে না, তখন তার সামনে ওজরখাহি করবে। তাহলে ওজর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কারণে হাদিয়াদাতার অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে। আবু আলি আন-নিশাপুরী ﵀ বলেন, "এটি ওজরখাহির ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিস।"'[৩৯]

২. যখন মেজবান মেহমানকে সম্মান করার মতো কিছু না পান, তখন মেজবানের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

অনেক সময় কোনো মুসলিম হঠাৎ কোনো মেহমানের আগমনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। কারণ, মেহমান এমন অবস্থায় এসেছে, যখন সে খুব কঠিন অবস্থা পার করছে বা ব্যস্ত আছে অথবা তার ঘরে সে সংকীর্ণ হয়ে আছে বা তার হাত সংকীর্ণ হয়ে আছে।

এই সময় মেহমানের জন্য আদব হলো, মেজবানের সমস্যা দূর করা—কোমল ভাষার মাধ্যমে, যা তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে দেবে এবং সে যে সমস্যায় নিপতিত হয়েছে, তা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।

উত্তম হলো, কোনো মুসলিমের জীবনে সমস্যায় পতিত হওয়ার আগেই এ ধরনের অবস্থাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা।

---

৩৯. আল-ইলাম লি ইবনিল মুলকিন : ৬/৪১৯।

৩. মেহমানের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলাম যে মেহমানদারির প্রতি উৎসাহিত করেছে, তার একটি আদব হলো, মেজবান ও তার পরিবারের লোকেরা মেহমানের খাবার খাওয়ার সময় তার অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখবে। তারা মেহমানকে এটা বুঝতে দেবে না যে, সে তাদের কষ্টে ফেলে দিয়েছে। তারা এমন কোনো কাজ করবে না, যার কারণে মেহমানের মনে হবে যে, সে তাদের সংকীর্ণতায় ফেলে দিয়েছে; যেমন : মেহমানের খাওয়া অবস্থায় তাদের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করা অথবা তার উপস্থিতিতে তারা সকলে নীরবতা অবলম্বন করা, যা মেহমানের মাঝে সমস্যার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং সে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য হয়।

বরং উচিত হলো, মেহমানের সামনে তাদের আনন্দ প্রকাশ করা এবং তার আগমনে তারা যে প্রফুল্ল এবং মেহমানদারির জন্য প্রয়োজনে তারা নিজেদের সবকিছু কুরবান করতে প্রস্তুত—এটি বোঝানো।

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক বেদুইন রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "আমি চরম অনাহারে ভুগছি।" রাসুল ﷺ-তাঁর এক স্ত্রীর নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন, "যে স্রষ্টা আপনাকে সঠিক দীনসহ পাঠিয়েছেন—তাঁর কসম, আমার নিকট পানি ব্যতীত আর কিছু নেই। তিনি তাঁর অপর এক স্ত্রীর নিকট লোক

পাঠালে তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সবাই একই কথা বললেন যে, "সে সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আমার কাছে পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই।" তখন তিনি বললেন, (مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللهُ؟) "আজ এ রাতে কে লোকটির মেহমানদারি করবে? আল্লাহ তার ওপর দয়া করুন!" তখন এক আনসারি সাহাবি উঠে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি।" অতঃপর লোকটিকে নিয়ে আনসারি সাহাবি নিজ বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "তোমার নিকট কিছু আছে কি?" সে বলল, "না। তবে বাচ্চাদের জন্য অল্প কিছু খাবার আছে।" তিনি বললেন, "তুমি কিছু একটা দিয়ে তাদের ব্যস্ত রাখো। আর যখন অতিথি ঘরে ঢুকবে, (খাবার খাওয়ার সময়) তখন তুমি বাতিটা নিভিয়ে দিয়ো। আর তাকে বোঝাবে যে, আমরাও খাচ্ছি। সে যখন খাওয়া আরম্ভ করবে, তখন তুমি আলোর পাশে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে।" রাবি বলেন, 'অতঃপর তাঁরা বসে থাকলেন এবং অতিথি খেতে শুরু করল। সকালে ওই আনসারি সাহাবি নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বললেন : (قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ) "রাতে অতিথির সঙ্গে তোমাদের উভয়ের ব্যবহারে আল্লাহ খুশি হয়েছেন।"'"[৪০]

এটি নিষিদ্ধ কষ্ট স্বীকারের অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ, এই বেদুইন ছিল অনাহারী; আর সে ছিল রাসুল ﷺ-এর মেহমান।

---

৪০. সহিহুল বুখারি : ৩৭৯৮, সহিহু মুসলিম : ২০৫৪।

আর আনসারি নিজের কাছে যা আছে, তা দিয়েই তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কিন্তু যদি মেজবান নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে বা কষ্টদায়ক কোনো ঋণ বা এ জাতীয় কিছু গ্রহণ করে, তাহলে এটি নিষিদ্ধ। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدٌ لِلضَّيْفِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ

'কেউ যেন মেহমানের জন্য নিজের সাধ্যের বাইরে কষ্ট স্বীকার না করে।'[৪১]

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ এবং আবু বকর ও উমর ؓ বের হলেন। বস্তুত ক্ষুধাই তাঁদের বের করেছে। তাঁরা জনৈক আনসারির কাছে আসলেন। কিন্তু তখন সে আনসারি বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁদের দেখে বলল, "মারহাবান ওয়া আহলান!" রাসুল ﷺ তাকে বললেন, "অমুক কোথায়?" সে বলল, "আমাদের জন্য মিষ্টি পানি আনতে গেছেন।" ঠিক তখনই ওই আনসারি সাহাবি চলে এলেন। এরপর তিনি রাসুল ﷺ ও তাঁর সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আজ মেহমানের দিক থেকে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই।" তারপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের ছড়া নিয়ে আসলেন—যাতে কাঁচা,

৪১. শুআবুল ইমান : ৯১৫৪।

পাকা ও শুকনো খেজুর ছিল। তিনি বললেন, "আপনারা এ ছড়া থেকে খান।" এরপর তিনি ছুরি নিলেন (বকরি জবাই করার জন্য)। তখন রাসুল ﷺ তাকে বললেন, "সাবধান, দুধেল বকরি জবাই করবে না।" এরপর তাঁদের জন্য বকরি জবাই করা হলে তাঁরা তার গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখন তাঁরা সকলেই ক্ষুধা মিটালেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন। তখন রাসুল ﷺ আবু বকর ও উমর ﷺ-কে বললেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ

"যে সত্তার হাতে আমার জীবন—তাঁর কসম, কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদের বাড়ি হতে বের করে এনেছে; অথচ তোমরা এ নিয়ামত লাভ না করে ফেরত যাওনি।"'[৪২]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'সালাফের একদল মেহমানের জন্য কষ্টে নিপতিত হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। তবে এটি সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে, যখন গৃহকর্তার জন্য মেহমানদারি করা বাহ্যিকভাবে কঠিন হবে; কারণ, এই অবস্থা ইখলাস ও মেহমানের আগমনে পরিপূর্ণ আনন্দ

৪২. সহিহু মুসলিম : ২০৩৮।

প্রকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এর কিছু অংশ তার মাঝে প্রকাশও পেতে পারে। ফলে এর মাধ্যমে মেহমান কষ্ট পাবে। অনেক সময় সে মেহমানের জন্য এমন কোনো জিনিস উপস্থিত করতে পারে, যা থেকে মেহমান বুঝবে যে, সে তার জন্য কঠিন হয়ে গেছে এবং মেজবান তার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করছে। ফলে তার প্রতি দয়াবশত সে কষ্ট পাবে। আর এ সবই হলো রাসুল ﷺ-এর এই বাণীর বিপরীত :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।"[৪৩]

কারণ, মেহমানের প্রতি সম্মানের পূর্ণতা হবে, যদি তার মনকে তৃপ্তি দেওয়া হয় এবং তার কারণে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। আর ওই আনসারি সাহাবির কর্ম ও তাঁর বকরি জবাই তাঁর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। বরং যদি তিনি অনেকগুলো ভেড়া বা উটও জবাই করতেন এবং রাসুল ﷺ ও তাঁর দুই সাথির মেহমানদারিতে তা পেশ করতেন, তবুও তিনি এর মাধ্যমে আনন্দিত হতেন এবং এর মাধ্যমে ঈর্ষান্বিত হতেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।'[৪৪]

---

৪৩. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৮।

৪৪. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ১৩/২১৩-২১৪।

৪. এমনভাবে মেহমানের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা যে, সে যেন ধারণা করতে না পারে, তারা তার জন্য কষ্ট স্বীকার করছে

অনেক সময় মেহমান অনুভব করতে পারে যে, গৃহকর্তা তার জন্য কষ্ট স্বীকার করছে। সুতরাং গৃহকর্তার জন্য মেহমানের এই অনুভূতি দূর করা আবশ্যক। বনু মুনতাফিকের প্রতিনিধি লাকিত বিন সাবিরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

انْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ، فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا، وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ فَقَالَ: «هَلْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ رَبَعَ رَاعِي الْغَنَمِ فِي الْمُرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ، قَالَ: «هَلْ وَلَدَتْ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا شَاةً»، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «لَا تَحْسَبَنَّ -وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ- إِنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ»

'আমি ও আমার এক সাথি রাসুল ﷺ-এর নিকট গেলাম। কিন্তু তাঁকে পেলাম না। আয়িশা ﵂ আমাদেরকে খেজুর আহার করালেন এবং আমাদের জন্য সারিদ তৈরি করলেন। ইত্যবসরে রাসুল ﷺ সেখানে মন্থর গতিতে

আগমন করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কি কিছু খেয়েছ?" আমরা বললাম, "হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ!" আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় এক মেষপালক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বকরির পাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এল, তখন তার হাতে একটি ছাগলছানা ছিল। তিনি বললেন, "বাচ্চা জন্ম নিয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের জন্য একটি বকরি জবাই করো।" এরপর তিনি আমাদের দিকে এসে বললেন, "মনে করো না যে, আমরা তোমাদের জন্য বকরি জবাই করছি; আমাদের একশটি ছাগল আছে। আমরা চাই না, তা একশ থেকে বেড়ে যাক। সে জন্যই রাখাল কোনো ছাগলছানা জন্মের কথা জানালে আমরা তাকে একটি বকরি জবাই করতে আদেশ করি।'[৪৫]

(ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمَا) 'তোমাদের জন্য বকরি জবাই করেছি।'—এর দ্বারা রাসুল ﷺ ইচ্ছা করেছেন যে, আমরা তোমাদের জন্য কষ্ট করছি না যে, তোমরা আমাদের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হবে এবং মেহমানদারি দেখে বিস্মিত ও অবাক হবে।

(أَمَرْنَاهُ بِذَبْحِ شَاةٍ) 'আমরা তাকে একটি বকরি জবাই করতে আদেশ করি।' সুতরাং আমার ব্যাপারে ধারণা করো না যে, আমি তোমাদের জন্য কষ্ট করছি। এই কথা থেকে

---

৪৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৩৮৪।

যা বোঝা যায়, যখন তাঁরা রাসুল ﷺ-এর জবাইয়ের আদেশ শুনলেন, তখন তাঁরা এ ব্যাপারে ওজরখাহি করতে লাগল এবং বলল, 'আমাদের জন্য আপনি নিজে কষ্ট করবেন না!' তখন নবিজি ﷺ উত্তরে বলেছিলেন, 'তোমরা ধারণা করো না যে, আমরা তোমাদের জন্য বকরি জবাই করছি।' পূর্বের ঘটনা থেকে এটিই বুঝে আসে।[৪৬]

৫. সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মাঝে গৃহকর্তার ক্ষমতা ও ইমামতি রক্ষার মাধ্যমে তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আবু মাসউদ আল-আনসারি رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেছেন :

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا،

'আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদের জ্ঞান যার সবচেয়ে বেশি এবং যে কুরআন তিলাওয়াতও সুন্দরভাবে করতে পারে, সে-ই সালাতের জামাআতে ইমামতি করবে। সুন্দর কিরাআতের ব্যাপারে সবাই যদি সমকক্ষ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে হিজরতের ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রগামী, সে-ই ইমামতি করবে। হিজরতের ব্যাপারেও যদি সবাই

---

৪৬. আওনুল মাবুদ : ১/১৬৪ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

সমকক্ষ হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে বয়সে প্রবীণ, সে-ই ইমামতি করবে।'

গৃহকর্তা হলো তার গৃহের ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আর ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে কেউ অগ্রসর হবে না। আর ইমাম হলো মুসল্লিদের মাঝে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। সুতরাং গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত কেউ ইমামতি করতে পারবে না। এ কারণেই নবিজি ﷺ পূর্বের হাদিসের শেষে উল্লেখ করেছেন :

وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ

'কোনো ব্যক্তি যেন কারও নিজের বাড়িতে (বাড়ির কর্তাকে বাদ দিয়ে) কিংবা কারও ক্ষমতাসীন এলাকায় নিজে ইমামতি না করে। আর কেউ যেন কারও বাড়িতে গিয়ে অনুমতি ছাড়া তার বিছানায় না বসে।'[৪৭]

এই হাদিসের কাছাকাছি অর্থে আরেকটি হাদিস আছে, যেখানে বলা হয়েছে, বাহনের মালিকই বাহনের সামনে বসার ব্যাপারে অধিক হকদার। বুরাইদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

---

৪৭. সহিহু মুসলিম : ৬৭৩।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ، إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، قَالَ: فَرَكِبَ

'একদা নবিজি ﷺ পায়ে হাঁটছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গাধা নিয়ে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আরোহণ করুন।" এ বলে লোকটি একটু পেছনে সরে গেল। রাসুল ﷺ বললেন, "না, আমার চেয়ে তুমিই সামনের দিকে বসার অধিক হকদার। অবশ্য তুমি আমার জন্য তা ছেড়ে দিলে ভিন্ন কথা।" সে বলল, "আমি তা আপনার জন্য ছেড়ে দিলাম।" অতঃপর তিনি তাতে আরোহণ করলেন।'[৪৮]

৬. গৃহকর্তাকে বিরক্ত না করার মাধ্যমে তার অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাসুল ﷺ জাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করেন, তখন তিনি লোকদের দাওয়াত করলেন। লোকেরা আহারের পর বসে কথাবার্তা বলতে লাগল। তিনি উঠে যেতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু তারা উঠছিল না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে যাওয়ার পর যারা উঠবার তারা উঠল। কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই থাকল। নবিজি ﷺ ঘরে প্রবেশের জন্য ফিরে এসে দেখেন, তারা তখনও বসে রয়েছে। অতঃপর তারাও উঠে গেল। আমি গিয়ে রাসুল

---

৪৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৩।

ﷺ-কে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলাম। তারপর তিনি এসে প্রবেশ করলেন। এরপর আমি প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“হে ইমানদারগণ, তোমরা নবির ঘরে প্রবেশ করো না। অবশ্য তোমাদেরকে খাদ্য গ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়া হলে সেখানে প্রবেশ করতে পারো; তবে তা এত আগে নয় যে, খাবার খাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষমাণ থাকবে। বরং তোমাদেরকে যখন ডাকা হবে, তখনই প্রবেশ করবে। এরপর যখন খাওয়া শেষ করবে, তখন বেরিয়ে পড়বে। কথাবার্তায় মশগুল হবে না। তাতে নবির কষ্ট হয়; কিন্তু তিনি তোমাদের (উঠিয়ে দিতে) সংকোচবোধ করেন। তবে আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচবোধ করেন না। আর তোমরা নবির স্ত্রীদের কাছে কোনো জিনিস চাইলে

তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে কখনো বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমাদের এ রকম কাজ আল্লাহর কাছে একটা গুরুতর অপরাধ।'[৪৯]-[৫০]

ইমাম বুখারি আরেকটি বর্ণনায় বিষয়টিকে এভাবে দৃঢ় করে টীকা সংযুক্ত করেছেন, 'কিছু লোক রয়ে গেল এবং তারা আলাপ করতে লাগল। তিনি (আনাস ﵁) বলেন, (وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ) "আমি বিরক্তিবোধ করলাম।"'[৫১]

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, '(وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ) "আমি বিরক্তিবোধ করলাম।" أَغْتَمُّ শব্দটি الغَمُّ (পেরেশানি) শব্দ থেকে নির্গত। আর এর কারণ হলো, তিনি নবিজি ﷺ-এর লজ্জার ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলেন। যার ফলে নবিজি ﷺ তাদেরকে উঠে যাওয়ার ব্যাপারে আদেশ করেননি।'[৫২]

ইবনে হাজার ﵀ আরও বলেন :

'ইবনে বাত্তাল ﵀ বলেছেন, "এতে এ বিষয়টি বোঝা যায় যে, কারও জন্য অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ

---

৪৯. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৩।
৫০. সহিহুল বুখারি : ৪৭৯১, সহিহু মুসলিম : ১৪২৮।
৫১. সহিহুল বুখারি : ৫১৬৩।
৫২. ফাতহুল বারি : ৯/২২৮।

করা উচিত নয় এবং যে বিষয়ে তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তা পূর্ণ করার পর সেখানে দীর্ঘ সময় বসে থাকাও উচিত নয়; যেন এতে গৃহকর্তাদের কষ্ট না হয় এবং তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন পূরণে প্রতিবন্ধক না হয়। এতে আরও বোঝা যায় যে, গৃহকর্তা যদি তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করবে এবং ওই লোকের অনুমতি ছাড়াই উঠে যাবে; যেন লোকটি বুঝতে পারে। আর যদি গৃহকর্তা নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে যান, তাহলে যাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, সে নতুন অনুমতি ব্যতীত সেখানে অবস্থান করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।'''[৫৩]

ইবনে হাজার ﷺ আরও বলেন :

ইবনে মারদাওয়াইহ ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "জনৈক লোক নবিজি ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করল। সে নিজের অবস্থানকে দীর্ঘ করল। ফলে নবিজি ﷺ তিনবার ঘর থেকে বের হলেন; যেন সে বের হয়ে যায়। কিন্তু লোকটি তা করল না। এরপর উমর ﷺ প্রবেশ করে রাসুল ﷺ-এর চেহারায় বিরক্তি ভাব দেখলেন। তখন তিনি লোকটিকে বললেন, "সম্ভবত তুমি নবিজি ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছ।" নবিজি ﷺ বললেন, "আমি তিনবার উঠেছি; যেন সে আমার অনুসরণ করে। কিন্তু সে তা

---

৫৩. ফাতহুল বারি : ১১/৬৫।

করেনি।"[৫৪] তখন উমর ﷺ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, যদি আপনি পর্দা ব্যবহার করতেন। কারণ, আপনার স্ত্রীগণ অন্য সকল স্ত্রীর মতো নয়। পর্দা তাঁদের হৃদয়কে বেশি পবিত্র রাখবে।" তখন পর্দার আয়াত নাজিল হয়।'[৫৫]

আবু শুরাইহ আল-কাবি ﷺ বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। মেহমানের প্রাপ্য হলো একদিন ও একরাত (ভালোভাবে মেহমানদারি করা)। আর তিন দিন সাধারণ মেহমানদারি। আর তার চেয়ে অধিক হলে তা হলো সদাকা। মেজবানকে কষ্ট দিয়ে তার কাছে মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।'[৫৬]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন :

'(حَتَّى يُحْرِجَهُ) يُحْرِجَهُ শব্দটি الحَرَج থেকে গঠিত হয়েছে, এর অর্থ হলো সংকীর্ণতা। الثَّوَاء হলো নির্ধারিত কোনো স্থানে অবস্থান করা। ইমাম নববি ﷺ সহিহ মুসলিমের এক

৫৪. আল-মুজামুল আওসাত : ৫৬৬২।
৫৫. ফাতহুল বারি : ৮/৩৫১।
৫৬. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৫।

বর্ণনা উল্লেখ করেন : (حَتَّى يُؤْثِمَهُ) অর্থাৎ তাকে গুনাহে পতিত করে; কারণ, তার দীর্ঘ অবস্থানের ফলে মেজবান তার গিবত করতে পারে বা তাকে কষ্ট দেবে এমন কোনো বিষয় তার সামনে নিয়ে আসতে পারে অথবা তার ব্যাপারে মেজবান মন্দ ধারণা করতে পারে। এ সবগুলো তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন গৃহকর্তার অবস্থানের ব্যাপারে অনুমতি না থাকবে; যে ক্ষেত্রে আগন্তুক বেশি অবস্থানের অনুমতি চেয়ে নেবে বা তার ধারণায় প্রবল হবে যে, মেজবান এটি অপছন্দ করবে না, সেটি ভিন্ন বিষয়। আর এটি বোঝা যায় এ কথা থেকে : (حَتَّى يُحْرِجَهُ) "যতক্ষণ না তাকে কষ্টে ফেলে দেয়।" কারণ, এ থেকে বোঝা যায় যে, যখন সমস্যা কেটে যাবে, তখন অবস্থান জায়িজ হবে। ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, "তার (মেহমানের) জন্য তিন দিন অবস্থানের পর থাকাটা অপছন্দনীয় করা হয়েছে; যেন প্রতিদান পাওয়ার পর সে মেজবানকে কষ্ট না দেয় এবং তাকে গুনাহে লিপ্ত না করে।'[৫৭]

---

৫৭. ফাতহুল বারি : ১০/৫৫০।

তৃতীয়ত, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. প্রশ্নকারীর অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা, যখন সে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে এবং প্রশ্নের সময় মুফতির দিকটিরও খেয়াল রাখা

মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, তার দ্বীনি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত শরয়ি বিধানগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া। যে তার ওপর আবশ্যক বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ, তার জন্য ইলম অর্জন করা জরুরি। আর ইলম অর্জনের একটি উপায় হলো, আলিমদের প্রশ্ন করা। ফরজসমূহ বা যে বিধানের ব্যাপারে জ্ঞান না থাকে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা ওয়াজিব। কারণ, এই অজ্ঞতা অচিরেই হারামে লিপ্ত হওয়ার কারণ হবে। কিন্তু যদি প্রশ্নকারী কোনো কারণে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো, ফতোয়া জিজ্ঞাসার জন্য উপযুক্ত কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা। তবে এই ক্ষেত্রে শরয়ি আদবগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

আলিম ও মুফতির জন্য মানুষের অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করবে তাদেরকে জটিল কোনো পরিস্থিতিতে না ফেলতে। আলি বিন আবু তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি এমন লোক ছিলাম, যার সব সময় মজি বের হতো। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর কন্যার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক থাকার কারণে আমি ব্যাপারটি

তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিলাম। তাই মিকদাদ বিন আসওয়াদকে প্রশ্ন করতে বললাম। নবিজি ﷺ বলেন, (فِيهِ الوُضُوءُ) "এ ক্ষেত্রে অজু করতে হবে।'"[৫৮] আরেক বর্ণনায় আছে, (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ) "তুমি অজু করবে এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে।'"[৫৯]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'এখানে সামাজিকভাবে লজ্জার বিষয়গুলো সরাসরি উপস্থাপন পরিত্যাগের ক্ষেত্রে আদবের ব্যবহার, জামাইদের সাথে উত্তম আচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে সহবাস ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা পরিত্যাগের কথা উল্লেখ হয়েছে। এর মাধ্যমে মুসান্নিফ ﷺ কিতাবুল ইলমে দলিল পেশ করেছেন, যে লজ্জা করবে, সে অন্যকে প্রশ্নের আদেশ করবে; কারণ, এতে দুটি কল্যাণ একীভূত হবে : লজ্জার ব্যবহার এবং বিধান জানার ক্ষেত্রে শিথিলতা না করা।'[৬০]

ইমাম বুখারি ﷺ তার সহিহ বুখারিতে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন :

بَابُ الحَيَاءِ فِي العِلْمِ

'ইলমের ক্ষেত্রে লজ্জার অধ্যায়'

---

৫৮. সহিহুল বুখারি : ১৩২।
৫৯. সহিহুল বুখারি : ২৬৯।
৬০. ফাতহুল বারি : ১/৩৮১।

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'লজ্জাশীল বা অহংকারী কেউ ইলম শিখতে পারে না।' আয়িশা ﷺ বলেন, 'আনসারি নারীগণ কতই না উত্তম নারী! লজ্জা তাদের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধক হয় না।'[৬১]-[৬২]

ইবনে হাজার ﷺ বলেন, (بَابُ الْحَيَاءِ) অর্থাৎ লজ্জার বিধান। পেছনে গত হয়েছে যে, লজ্জা হলো ইমানের অংশ। আর এটি শরিয়াহসম্মত, যা বড়দের সম্মান ও মর্যাদার কারণে হয়ে থাকে। আর এটি প্রশংসনীয় বিষয়। আর যা কোনো শরয়ি বিষয় পরিত্যাগের কারণ হয়, তা নিন্দনীয় এবং তা শরিয়তসম্মত কোনো লজ্জা নয়। এটা হলো দুর্বলতা ও হীনতা। মুজাহিদ ﷺ-এর কথার দ্বারা এমন লজ্জাই উদ্দেশ্য : কোনো লজ্জাশীল ইলম শিখতে পারে না। যেন তিনি শিক্ষার্থীদেরকে অক্ষমতা ও অহংকার দূর করতে উৎসাহিত করছেন; এই দুটির প্রত্যেকটিই শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘাটতি তৈরি করে।'[৬৩]

---

৬১. সহিহুল বুখারি : ১/১৩৫।
৬২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২২০।
৬৩. ফাতহুল বারি : ১/২২৯।

২. অজ্ঞদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা ও তাদের সাথে কোমল আচরণ করা

শিক্ষার বার্তা একটি মহৎ বার্তা। এটি নবিগণের সবচেয়ে বড় কাজ। এটি দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখা উচিত, তার একটি হলো, শিক্ষাদানকালীন ছাত্রের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন। কেননা, আচরণ, বুঝ ও চিন্তাভাবনায় মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই শিক্ষকের জন্য এসব পার্থক্যের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত এবং শিক্ষার্থীর সাথে কোমল আচরণ করা উচিত। বিশেষ করে যখন শিক্ষার্থী কোনো ভুলে পতিত হয়, তখন তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। কারণ, ভুলকারীর মন অধিকাংশ সময় ভাঙা থাকে। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'একদা আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুইন আসলো। সে মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল। তা দেখে রাসুল ﷺ-এর সাথিগণ বললেন, "থামো, থামো!" রাসুল ﷺ বললেন :

لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ

"তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না, তাকে ছেড়ে দাও।"'

এরপর রাসুল ﷺ তাকে ডেকে এনে বললেন :

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

“এটা হলো মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না। বরং এ হলো আল্লাহর জিকির, সালাত আদায় ও কুরআন পাঠ করার স্থান।”

অথবা রাসুল ﷺ যেভাবে বলেছেন, আনাস رضي الله عنه সেভাবেই বললেন। তারপর রাসুল ﷺ সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে এক বালতি পানি আনতে আদেশ করলেন। তারপর সে এক বালতি পানি আনল এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিল।’[৬৪]

ইবনে হাজার رحمه الله বলেন :

‘এতে এই বিষয়টির শিক্ষা রয়েছে যে, অজ্ঞদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে; যদি তার মধ্যে একগুঁয়েমি না থাকে, তাহলে কঠোরতা না করে যেভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার, সেভাবে শিক্ষা দেবে। বিশেষ করে যার জন্য বন্ধুত্ব প্রয়োজন, তার জন্য বিষয়টি আরও বেশি খেয়াল রাখতে হবে। এখানে নবিজি ﷺ-এর দয়া ও উত্তম চরিত্রের ব্যাপারটি ফুটে উঠেছে। ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান رحمه الله আবু হুরাইরা رضي الله عنه-এর হাদিসে উল্লেখ করেন :

৬৪. সহিহুল বুখারি : ২২১, সহিহু মুসলিম : ২৮৫।

'বেদুইন লোকটি ইসলামি জ্ঞান অর্জনের পর রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক।" তিনি তাকে তিরস্কারও করলেন না এবং বকাও দিলেন না।'[৬৫]

প্রিয় মুসলিম ভাই, আপনি কি ভুলকারীর ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর এই মহান আদর্শের প্রতি খেয়াল করেছেন? বিশেষ করে এমন অজ্ঞের ব্যাপারে তাঁর আচরণ কেমন ছিল, যে বুঝতেও পারছে না যে, সে ভুল করছে এবং তার ভুলের বিশালতাও সে উপলব্ধি করতে পারেনি। সে নিজের কাজকর্মের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি; সুতরাং আমরা যেন রাসুল ﷺ-এর জীবনীকে উত্তম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি।

৩. যে ভুলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

যে একটি বিষয় সব সময় করে এসেছে এবং তার সাথে এর একটি সম্পর্ক হয়ে গেছে এবং সে এটার ওপর অবিচল রয়েছে, তার জন্য বিষয়টা পরিত্যাগ করা কঠিন বটে। তা পরিত্যাগের জন্য তাকে সত্য ইমান ও দৃঢ় শক্তির অধিকারী হতে হবে; মুক্ত হতে হবে নফসের কামনাবাসনা থেকে এবং কথা ও কাজের ক্ষেত্রে সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানের তরবিয়ত পেতে হবে।

---

৬৫. ফাতহুল বারি : ১/৩২৫।

এ কারণেই মানুষকে উপদেশ ও স্মরণ করানোর ক্ষেত্রে দায়িকে প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে। মানুষের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে শরিয়তের বিকল্প ব্যবস্থার দিকে দিক-নির্দেশনা দিতে হবে। এটিকে বলা হয় তাখলিয়াহ (খালি করা) এবং তাহলিয়াহ (সজ্জিত করা)-এর নীতি অবলম্বন। অর্থাৎ শরিয়তের বিপরীত জিনিস থেকে খালি হয়ে যাবে এবং ইমান ও নেক আমলের মাধ্যমে সজ্জিত হবে।

সাইদ বিন আবুল হাসান رحمه الله বলেন, 'জনৈক লোক ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما-এর নিকট এসে বলল, "আমি এমন এক লোক, যে এই ছবিগুলো অঙ্কন করি। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে ফতোয়া দিন?" তিনি বললেন, "তুমি আমার কাছে এসো!" সে তাঁর কাছে এল। এরপর তিনি বললেন, "তুমি আমার কাছে এসো!" সে আরও কাছে এল। একপর্যায়ে তিনি তার মাথার ওপর নিজের হাত রেখে বললেন, "আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি, তা-ই বর্ণনা করছি। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

"প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামের অধিবাসী হবে। তার তৈরিকৃত প্রতিটি ছবিতে জীবন দেওয়া হবে, সে সময় জাহান্নামে তাকে ওইগুলো আজাব দিতে থাকবে।"

তিনি আরও বললেন : (إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ) "একান্তই যদি করতে হয়, তাহলে গাছপালা এবং প্রাণহীন বস্তুর ছবি প্রস্তুত করো।'"[৬৬]

ইবনে আব্বাস ﵄-এর কথাটি চিন্তা করে দেখুন, 'আমি তোমাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছি, তা-ই বর্ণনা করছি।' এটি ছিল ইবনে আব্বাস ﵄-এর প্রজ্ঞার পরিচয়। কারণ, তিনি প্রশ্নকারীর সামনে সে বিষয়টি প্রস্তুত করেছেন, যার ফলে তার হৃদয় সে ফতোয়া গ্রহণ করবে, যার মাধ্যমে তার প্রিয় ও অভ্যস্ত বিষয়টি তার জন্য হারাম করে দেওয়া হবে। ইবনে আব্বাস ﵄ তাকে নিজের পক্ষ থেকে ফতোয়া দেননি। বরং ফতোয়াকে সংযোগ করে দিয়েছেন রাসুল ﷺ-এর দিকে। এরপর তিনি শরিয়তসম্মত বিকল্প পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। এটিই হলো ফতোয়ার জ্ঞান।

শরিয়তের নীতিমালা থেকে এটি সর্বজনবিদিত যে, তা যেকোনো হারাম উপকারের পরিবর্তে বিকল্প সিস্টেম পেশ করে দেয়। জিনা হারাম করে বিয়েকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। সুদকে হারাম করে ব্যবসাকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। যখন শূকর, মৃতপ্রাণী ও প্রত্যেক হিংস্র প্রাণী হারাম করা হয়েছে, তখন চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য কিছু প্রাণী জবাই হালাল করে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য সকল বিধানের ব্যাপারটিও এমনই। এরপর যদি কোনো

---

৬৬. সহিহুল বুখারি : ২২২৫, সহিহু মুসলিম : ২১১০।

ব্যক্তি হারামে পতিত হয়, তাহলে শরিয়ত তাকে তাওবা ও কাফফারার মাধ্যমে তা থেকে বের হওয়ার সিস্টেম বলে দিয়েছে; যেমনটি কাফফারাসংক্রান্ত অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং দায়ির জন্য উচিত হলো, বিকল্প বিষয় পেশ করা এবং শরয়ি পথসমূহের ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে শরিয়তের অনুসরণ করা।

এখানে এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত করা উচিত যে, বিকল্প পেশ করতে হবে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী। অনেক সময় হতে পারে বিষয়টি ভুল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক; কিন্তু তার জন্য বাস্তবে উপযুক্ত কোনো বিকল্প পাওয়া যাচ্ছে না—হয়তো অবস্থা বিশৃঙ্খল হওয়া এবং মানুষের শরিয়ত থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে, কিংবা সৎকাজের আদেশকারী ও অসৎকাজে বাধাদানকারী কিছু স্মরণ করতে পারছে না বা বাস্তব অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিকল্প পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে তার ধারণা নেই—যদি তার কাছে এমন বিকল্প কিছু না থাকে, যে ব্যাপারে সে কথা বলবে বা নির্দেশনা দেবে, তাহলে এই অবস্থায় ওই লোকটি ভেঙে পড়বে এবং ভুলে নিমজ্জিত হবে। এমনটি সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও বিনিয়োগব্যবস্থায় হয়ে থাকে, যেসব ব্যবস্থার আমদানি পশ্চিমা কাফিরদের সমাজব্যবস্থা থেকে। শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক এমন বিষয়গুলো তাদের দেশ থেকে মুসলিম সমাজে আমদানি করা হয়েছে। আর মুসলিমদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা হলো শরিয়তসম্মত বিকল্প

পদ্ধতির আবিষ্কার করে তা ব্যাপক করে দিতে না পারা। আর এই দুর্বলতা ও অক্ষমতা আমাদের মাঝেই। আল্লাহ তাআলার সিস্টেমে বিকল্প পদ্ধতি এবং পথ বিদ্যমান আছে, যা সমস্যা দূর করবে এবং মুসলিমদের থেকে কষ্ট লাঘব করবে। সেগুলোর ব্যাপারে যে জানতে পেরেছে, সে তো জেনেছে; আর যে অজ্ঞ রয়েছে, সে অজ্ঞ রয়েছে।[৬৭]

৪. ছোট ছোট তালিবে ইলমের প্রতি লক্ষ রাখা, পরিবার থেকে যারা দীর্ঘ সময় দূরে রয়েছে

মালিক বিন হুয়াইরিস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'আমরা নবিজি ﷺ-এর কাছে এলাম। আমরা সবাই সমবয়সি যুবক ছিলাম। আমরা বিশ দিন বিশ রাত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। রাসুল ﷺ ছিলেন দয়াশীল কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যখন অনুমান করলেন যে, আমরা আমাদের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি ঝুঁকে পড়েছি বা আসক্ত হয়ে পড়েছি, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা বাড়িতে কাদের রেখে এসেছি? আমরা তাঁকে তা জানালাম। তিনি বললেন :

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

---

৬৭. আল-আসালিবুন নাবাবিয়্যাহ ফিত তাআমুলি মাআ আখতায়িন নাস : ৫৩।

“তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে অবস্থান করো। আর তাদের (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং তাদের (সৎকাজের) আদেশ করো।”’[৬৮]

তিনি তাদের প্রতি দয়াবশত হয়ে এবং তাদের পরিবারের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখে তাদের ফিরে যেতে আদেশ করেছেন। এবং তাদের পরিবারের লোকদের মাঝে ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়া, তাদেরকে ইসলামের বিধিবিধান, আদব ও শরয়ি ইলম শিক্ষা দিতে আদেশ করেছেন।

৫. যখন কেউ করণীয় কোনো বিষয় ভুলে যায়, তখন তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ ﵀ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের নিকট এক লোক হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেনি। ইবনে মুবারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হাঁচিদাতা যখন হাঁচি দেবে, তখন কী বলবে?” সে বলল, “সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে।” তিনি তাকে বললেন, “আল্লাহ তোমার ওপর দয়া করুন।” আমরা সবাই তার এত সুন্দর শিষ্টাচারে বিস্মিত হলাম।’[৬৯]

---

৬৮. সহিহুল বুখারি : ৬৩১, সহিহু মুসলিম : ৬৭৪।

৬৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৭০।

এই হলো ইবনুল মুবারকের অবস্থান। তিনি হাঁচিদাতাকে প্রশ্ন করেছেন তার দুর্বলতা দূর করার জন্য। যেন সে জানত না যে, হাঁচি দিলে কী বলতে হয় অথবা সম্ভবত সে ভুলে গেছে বা হতে পারে সে নব মুসলিম। এটি হলো আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

'তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।'[৭০]

চতুর্থত, অভাবীদের অনুভূতির প্রতি খেয়াল করা

১. যে অভাবী কারও কাছে চায় না, তার অনুভূতিগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা

অনেক সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপকরণের অভাবে কোনো কোনো মুসলিমকে কঠিন অবস্থা পার করতে হয়। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে সে কারও কাছে কিছু চাইতেও পারে না। মুসলিমদের জন্য আবশ্যক

---

৭০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৯।

হলো, এ ধরনের লোকদের খুঁজে বের করা এবং তাদের প্রয়োজনগুলো পুরা করা; যেন এর মাধ্যমে তারা ভিক্ষা থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং তাদের মান-মর্যাদাও রক্ষা পায়।

আবু সাইদ আল-খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি সওয়ারিতে আরোহণ করে তাঁর কাছে এল এবং ডানে বামে তাকাতে লাগল। তখন রাসুল ﷺ বললেন :

«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»

"যার কাছে আরোহণের কোনো অতিরিক্ত বাহন থাকে, সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার কোনো বাহন নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য থাকে, সে যেন তা দিয়ে তাকে সাহায্য করে, যার খাদ্যদ্রব্য নেই।"'

আবু সাইদ খুদরি ﵁ বলেন, 'তারপর তিনি বিভিন্ন প্রকার সম্পদ সম্পর্কে এমনিভাবে বললেন; এমনকি আমাদের মনে হলো যে, অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে আমাদের কারও কোনো অধিকার নেই।'[৭১]

---

৭১. সহিহু মুসলিম : ১৭২৮।

ইমাম নববি ﷺ এই হাদিসের ফায়দা উল্লেখ করে বলেন :

'সদাকা, দান-খয়রাত ও সমবেদনা, সাথি-সঙ্গীদের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সাথিদের জন্য কল্যাণকর বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বের ব্যাপারে এই হাদিসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তি অভাবীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে আদেশ করেছেন। আর এটি দানের মাধ্যমে অভাবীদের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট হবে এবং ভিক্ষা ব্যতীতই তার সামনে চাহিদা পেশ করা হবে। আর এটিই হলো আবু সাইদ ﷺ-এর এই কথা :

فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ

'সে তার দৃষ্টি ফেরাতে লাগল।'

অর্থাৎ সে এমন জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করছিল, যা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে। এই হাদিসে মুসাফিরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের বিষয়টিও বুঝে আসে—যদি সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে সদাকা প্রদান করা উচিত; যদিও তার বাহন থাকে এবং পরনে কাপড় থাকে বা সে নিজ এলাকায় ধনী হয়ে থাকে। এ কারণেই মুসাফিরকে জাকাতের সম্পদ দেওয়া যায়। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।'[৭২]

---

৭২. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ৩৩/১২।

একজন সফল নেতার অন্যতম গুণ হলো, নিজের সাথিদের চেহারায় যে ভাব ফুটে ওঠে, তার প্রতি খেয়াল রাখা এবং সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা। তাদের মানসিকতা বোঝা এবং অবস্থা অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করা। তারা যে বিষয়টি বলতে লজ্জাবোধ করে, সেটি নিজের ঘোষণার মাধ্যমে পূর্ণ করে দেওয়া; যেমন অভাবীর প্রয়োজন পূর্ণ করা ইত্যাদি।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম—যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি (ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে) নবিজি ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের চলার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর ﷺ যাচ্ছিলেন। আমি কুরআনের একটা আয়াত সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি কিছু করলেন না। অতঃপর উমর ﷺ যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকেও কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। আমি প্রশ্ন করলাম এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। কিছু করলেন না। অতঃপর আবুল কাসিম ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুচকি হাসলেন এবং আমার প্রাণের ও চেহারার অবস্থা কী, তা আঁচ করতে পারলেন। অতঃপর বললেন, "হে আবুল হির!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে চলো!" এ বলে তিনি চললেন,

আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ পেলেন। তিনি বললেন, "এ দুধ কোত্থেকে এসেছে?" তাঁরা বললেন, "এটা আপনাকে অমুক পুরুষ বা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "হে আবুল হির!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "তুমি সুফফাবাসীদের কাছে গিয়ে তাঁদের ডেকে নিয়ে এসো!"" বর্ণনাকারী বলেন, 'সুফফাবাসী ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের না ছিল কোনো পরিবার, না ছিল কোনো সম্পদ এবং কারও ওপর ভরসা করার মতো তাঁদের কেউ ছিল না। যখন নবিজি ﷺ-এর কাছে কোনো সদাকা আসত, তখন তিনি তা তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যখন কোনো হাদিয়া আসত, তখন তার কিছু অংশ তাঁদের দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্য কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাঁদের শরিক করতেন।' আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, 'এ আদেশ শুনে আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীদের কী হবে? এ সামান্য দুধ তো আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমার শরীরে শক্তি আসত। যখন তাঁরা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, আমিই যেন তাঁদের তা পরিবেশন করি। তখন আর আমার আশা রইল না যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাব। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ না

মেনে কোনো উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "হে আবুল হির!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি হাজির।" তিনি বললেন, "তুমি পেয়ালাটি নাও, আর তাদের দাও।" আমি পেয়ালাটি নিয়ে একজনকে দিলাম। সে পেয়ালাটি থেকে তৃপ্তি সহকারে পান করে তা আমাকে ফিরিয়ে দিল। এমনকি আমি এভাবে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত নবিজি ﷺ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই পরিতৃপ্ত হলেন। তারপর নবিজি ﷺ পেয়ালাটি নিজ হাতে নিয়ে মৃদু হাসলেন। আর বললেন, "হে আবুল হির!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি উপস্থিত।" তিনি বললেন, "এখন তো আমি আছি, আর তুমি আছ।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ঠিক বলেছেন।" তিনি বললেন, "এখন তুমি বসো এবং পান করো।" তখন আমি বসে পান করলাম। তিনি বললেন, "তুমি আরও পান করো।" আমি আরও পান করলাম। তিনি আমাকে পান করার নির্দেশ দিতেই থাকলেন। এমনকি আমি বললাম যে, "আর না। যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন—তাঁর কসম! আমার পেটে আর জায়গা পাচ্ছি না।" তিনি বললেন, "তাহলে আমাকে দাও।" আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলাম। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে বাকিটুকু পান করলেন।"[৭৩]

---

৭৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৫২।

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, সুনানে তিরমিজিতে আছে, 'যখন আমি জাফর বিন আবু তালিবকে প্রশ্ন করলাম, তখন তিনি উত্তর দিলেন না; বরং তিনি আমাকে তাঁর গৃহে নিয়ে গেলেন।'[৭৪]

এই বর্ণনায় আছে, 'তিনি পেয়ালাটি নিজ হাতে রাখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'তিনি মাথা উঠিয়ে মুচকি হাসলেন।' যেন তিনি আবু হুরাইরার চিন্তায় যা এসেছিল, তা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জন্য কোনো দুধ আর অবশিষ্ট থাকবে না। এ কারণেই তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। আর এদিকে ইঙ্গিত করলেন যে, কিছুই তাঁর হাতছাড়া হবে না।

২. অভাবী যখন হাত পাতার সম্মুখীন হয়, তখন তাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ করা এবং তাদেরকে ভিক্ষার হীনতা থেকে রক্ষা করা

আমর বিন আওফ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ﵁-কে বাহরাইন থেকে জিজিয়া নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করলেন। রাসুল ﷺ বাহরাইনবাসীর সাথে চুক্তি করেছিলেন এবং আলা বিন হাজরামি ﵁-কে সেখানকার আমির নিযুক্ত করেছিলেন।

---

৭৪. ফাতহুল বারি : ১১/২৮৯।

আবু উবাইদা ﷺ বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবু উবাইদার আগমনবার্তা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাতে হাজির হলেন। তিনি তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলে তাঁরা তাঁর সামনে হাজির হলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, (أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ؟) "আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে।" তাঁরা বলল, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল!" আল্লাহর রাসুল বললেন, (فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ،...) "সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের খুশি করে, তার আকাঙ্ক্ষা করো।..."'"[৭৫]

নবিজি ﷺ প্রথমেই দ্রুত বলে ফেললেন, 'আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবু উবাইদা বাহরাইন থেকে কিছু নিয়ে এসেছে।' এরপর তাদের বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের খুশি করে, তার আকাঙ্ক্ষা করো।' এর মাধ্যমে নবিজি ﷺ তাঁরা যে কঠিন অবস্থায় আছে, তা হালকা করলেন এবং খুব দ্রুত তাঁদের বিজয়ের ব্যাপারে সুসংবাদ দিলেন।

---

৭৫. সহিহুল বুখারি : ৩১৮৫, সহিহু মুসলিম : ২৯৬১।

পঞ্চমত, যে কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা করেছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. যারা কল্যাণকর কাজের ইচ্ছা করেছে; কিন্তু অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে তা করতে পারে না, তাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। নবিজি ﷺ বলেনদ :

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي'...

'আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে বলে যদি মনে না করতাম, তবে আমি কোনো যুদ্ধে গমন হতে বিরত থাকতাম না। কিন্তু আমি তো সওয়ারি সংগ্রহ করতে পারছি না এবং আমি এতগুলো সাওয়ারি পাচ্ছি না, যার ওপর আমি তাদের আরোহণ করাতে পারি। আর আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক হবে যে, তারা আমার থেকে পেছনে পড়ে থাকবে।...'[৭৬]

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা এক যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন :

---

৭৬. সহিহুল বুখারি : ২৯৭৫।

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ

'মদিনাতে এমন কিছু লোক রয়েছে যে, তোমরা এমন কোনো দূরপথ ভ্রমণ করনি এবং এমন কোনো উপত্যকা অতিক্রম করনি, যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না। অসুস্থতা তাদের আটকিয়ে দিয়েছে।'[৭৭]

ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান ﵁ বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ছিলেন উসমান ﵁-এর স্ত্রী আর তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। ফলে নবিজি ﷺ তাঁকে বললেন, (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ) "বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গনিমতের) অংশ তুমি পাবে।"'[৭৮]

২. যে কোনো কল্যাণ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে; কিন্তু অন্যজন তা বাস্তবায়ন করেছে অথবা পরিপূর্ণতা দান করেছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়সি দুজন আনসার যুবকের মাঝখানে আছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের

---

৭৭. সহিহুল বুখারি : ৪৪২৩, সহিহু মুসলিম : ১৯১১।
৭৮. সহিহুল বুখারি : ৩১৩০।

চেয়ে শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাঁদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "চাচা, আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন?" আমি বললাম, "হ্যাঁ। তবে ভাতিজা, তাতে তোমার দরকার কী?" সে বলল, "আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে গালাগালি করে। সে মহান সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, সে মারা যায়।" আমি তাঁর কথায় আশ্চর্য হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে ওই রকমই বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহেলকে দেখলাম, সে লোকজনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, "এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে।" তাঁরা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারি নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে তা জানাল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?" তাঁরা উভয়ে দাবি করল, "আমি তাকে হত্যা করেছি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমাদের তরবারি তোমরা মুছে ফেলোনি তো?" তাঁরা উভয়ে বলল, "না।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের উভয়ের তরবারি দেখলেন এবং বললেন, "তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছ। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল

মুআজ বিন আমর বিন জামুহের জন্য।” তাঁরা দুজন হলো, মুআজ বিন আফরা ও মুআজ বিন আমর বিন জামুহ ﵄।'[৭৯]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোনো এক সামরিক অভিযানকারী দলের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, 'সৈন্যরা (কৌশলগত কারণে) পলায়ন করলে আমিও তাদের সাথে আত্মগোপন করি। অতঃপর বিপদমুক্ত হয়ে বাইরে বের হয়ে এসে পরামর্শ করি, এখন কী করা যায়? আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছি। আমরা বললাম, "চলো আমরা মদিনায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকি; যেন কেউ আমাদের দেখতে না পায়। দ্বিতীয়বার জিহাদের সুযোগ হলে আমরা তাতে যোগদান করব।"' ইবনে উমর ﵄ বলেন, 'অতঃপর আমরা মদিনায় প্রবেশ করে পরস্পর বলাবলি করলাম, "আমরা যদি নিজেদেরকে রাসুল ﷺ-এর সামনে পেশ করি এবং আমাদের জন্য যদি তাওবার সুযোগ থাকে, তাহলে মদিনায় থেকে যাব। এর বিপরীত কিছু হলে মদিনা ছেড়ে চলে যাব।"' তিনি বলেন, 'আমরা ফজরের সালাতের পূর্বেই (মসজিদে) গিয়ে রাসুল ﷺ-এর অপেক্ষায় বসে রইলাম। অতঃপর তিনি বেরিয়ে এলে আমরা দাঁড়িয়ে বললাম, "আমরা তো পলাতক সৈনিক।" তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, (لَا. بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ) "না, বরং তোমরা পুনরায় যুদ্ধে

---

৭৯. সহিহুল বুখারি : ৩১৪১।

যোগদানকারী।’” ইবনে উমর ﵄ বলেন, ‘অতঃপর আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে চুমো দিলাম। তিনি বললেন, (إِنَّا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ) “আমিই মুসলিমদের পশ্চাতের দল।”’”[৮০]

আওনুল মাবুদ নামক গ্রন্থে এসেছে, (بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ) অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধে প্রত্যাগমনকারী।

ইমাম আল-খাত্তাবি ﵀ নবিজি ﷺ-এর বাণী (إِنَّا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘নবিজি ﷺ এর মাধ্যমে তাঁদের ওজরকে সহজ করে দিয়েছেন। আর এটি ছিল আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ব্যাখ্যা :

أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ

“অথবা কোনো দলের কাছে আশ্রয় নিয়ে (যদি তাদের দিকে পিঠ ফেরায়)।”’”[৮১]

---

৮০. সুনানু আবি দাউদ : ২৬৪৭।
৮১. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১৬।

৩. যে দরিদ্র লোকেরা কল্যাণের ইচ্ছা করেছে; কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তা করতে সক্ষম হয়নি, তাদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

'যে বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং তাতে গনিমত লাভ করল, তারা এ দুনিয়াতেই আখিরাতের দুই-তৃতীয়াংশ বিনিময় নগদ পেয়ে গেল। তাদের জন্য কেবল এক-তৃতীয়াংশ বিনিময় অবশিষ্ট রইল। আর যে বাহিনী কোনো গনিমত লাভ করল না, তাদের পূর্ণ বিনিময়ই পাওনা রয়ে গেল।'[৮২]

আমর বিন আবাসাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ مُخْطِئًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَرَقَبَةٍ أَعْتَقَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

---

৮২. সহিহু মুসলিম : ১৯০৬।

"যেকোনো মুসলিম আল্লাহর পথে তির নিক্ষেপ করে, সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে ভুলকারী হোক কিংবা সঠিক, তার জন্য ইসমাইল ﷺ-এর বংশধর থেকে একজন গোলাম আজাদ করার প্রতিদান রয়েছে।'"[৮৩]

সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর সাথে খাইবারে বের হলাম। তখন তাঁদের এক ব্যক্তি বলল, "হে আমির, তুমি আমাদেরকে উট চালনার কিছু গান শোনাও।" সে তাঁদের তা গেয়ে শোনাল। তখন নবিজি ﷺ বললেন, "চালকটি কে?" তাঁরা বলল, "আমির।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন!" লোকেরা বলল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাদেরকে তাঁর থেকে দীর্ঘকাল উপকার লাভ করার সুযোগ করে দিন।" পরদিন সকালে আমির নিহত হলো। তখন লোকেরা বলল, "তাঁর আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে। সে নিজেকে হত্যা করেছে।" যখন আমি ফিরলাম, আর লোকেরা বলাবলি করছিল যে, "আমিরের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে", তখন আমি নবিজি ﷺ-এর নিকটে এলাম। আমি বললাম, "হে আল্লাহর নবি, আপনার জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক! তারা ধারণা করেছে যে, আমিরের আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।" তিনি বললেন :

كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ،

---

৮৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৭০২৩।

"যে এ কথা বলেছে, সে মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয় তাঁর (আমিরের) জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। কারণ, সে আল্লাহর পথে সাধ্যমতো চেষ্টাকারী মুজাহিদ।'"[৮৪]

ষষ্ঠত, রোগাক্রান্ত বা এ ধরনের লোকদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. যার আকৃতিগত সমস্যা আছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলামি শরিয়তের নীতি হলো, যে রোগাক্রান্ত বা বিকলাঙ্গ অথবা যার দৈহিক খুঁত আছে, তাকে দেখার সময় আল্লাহর প্রশংসা করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা ও নিরাপত্তার নিয়ামতের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই দুই নিয়ামত তার জন্য পরিপূর্ণ করেছেন। এবং আক্রান্ত মুসলিমের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাকে কষ্ট দেবে না; কেননা, এর ফলে সে নিজের ত্রুটি অনুভব করবে এবং তার মাঝে আফসোসের জন্ম নেবে। এর ফলে সে ধারণা করবে যে, মানুষ তাকে ঘৃণা করে; অন্যরা তার চেয়ে উত্তম। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যার মাঝে কোনো ব্যাধি রয়েছে, এ ব্যাপারে সে মানুষের অবগতি অপছন্দ করে।

---

৮৪. সহিহুল বুখারি : ৬৮৯১।

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ يَعْنِي الْمَجْذُومِينَ

'তাদের তথা কুষ্ঠরোগীদের দিকে তোমরা গভীর দৃষ্টি দিয়ো না।'[৮৫]

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবিজি ﷺ বলেন :

لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ

"তোমরা কুষ্ঠরোগীদের দিকে দীর্ঘ দৃষ্টি দিয়ো না।'[৮৬]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ رَأَى مُبْتَلًى، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ البَلَاءُ

'যে লোক কোনো রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলে, (الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً) "সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি তোমাকে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার অসংখ্য সৃষ্টির ওপর

৮৫. আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ১৪২৪৭।
৮৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫৪৩।

আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" সে উক্ত ব্যাধিতে কখনো আক্রান্ত হবে না।'[৮৭]

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'আমাদের ইমামগণ ও অন্যান্য আলিমগণ বলেছেন, এই দুআ গোপনে বলবে; যেন পাঠকারী নিজে শুনতে পায়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে তা শুনাবে না; কেননা, এতে সে মনে কষ্ট পাবে। কিন্তু যদি তার বিপদ গুনাহের কারণে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। এই সময় যদি তার থেকে কোনো বিশৃঙ্খলার ভয় না থাকে, তাহলে তাকে শুনিয়ে বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।'[৮৮]

২. কষ্টে পতিত ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আব্দুল্লাহ বিন মাকিল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا المَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الكُوفَةِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً». قُلْتُ: لَا، قَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ

---

৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৩২।

৮৮. আল-আজকার : ২৫৮।

صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ» فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً

'আমি কাব বিন উজরা-এর নিকট কুফার এই মসজিদে বসা থাকাকালে সওমের ফিদইয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আমার চেহারায় উকুন ছড়িয়ে পড়া অবস্থায় আমাকে নবিজি ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি তখন বললেন, "আমি মনে করি যে, এতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি একটি বকরি সংগ্রহ করতে পারবে?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তুমি তিন দিন সওম পালন করো অথবা ছয়জন নিঃস্বকে খাদ্য দান করো। প্রত্যেক নিঃস্বকে অর্ধ সা' খাদ্য দান করতে হবে এবং তোমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলবে।" তখন আমার জন্য বিশেষভাবে আয়াত নাজিল হয়; অবশ্য তোমাদের সকলের জন্যও এই হুকুম।'[৮৯]

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ

---

৮৯. সহিহুল বুখারি : ৪৫১৭, সহিহু মুসলিম : ১২০১।

كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

'আমরা কেবল হজের উদ্দেশ্যে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে রওনা করলাম। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার মাসিক ঋতু শুরু হয়ে গেল। রাসুল ﷺ আমার কাছে এলেন, আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, এ বছর হজ না করাই আমার পছন্দনীয়!" তিনি বললেন, "সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হয়েছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "এটি তো এমন একটি বিষয়, আল্লাহ তাআলা যা আদম ﷷ-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি হজ পালনকারীগণ যা করে, তা-ই করো; কিন্তু পবিত্র হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ কোরো না।"'[৯০]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবিজি ﷺ কোমল স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। যখনই আয়িশা رضي الله عنها কোনো আবদার করতেন, তখন তা রক্ষা করতেন।'[৯১]

৯০. সহিহুল বুখারি : ৩০৫।
৯১. সহিহ মুসলিম : ১২১৩।

৩. ব্যথিত বা পতিত ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মতো দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরের শিকার হয়।'[৯২]

মুসলিম উম্মাহ এক দেহের ন্যায়; যে দেহের একদম ছোট অঙ্গটি আক্রান্ত হলে বড় অঙ্গটিও তাতে প্রভাবিত হয়। যখন কোনো মুসলিম বিপদ বা মন্দ অবস্থায় পতিত হয়, তখন অন্য ভাইদের দায়িত্ব হলো, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং তার অবস্থা দেখে ব্যথিত হওয়া। ঠাট্টা বা তামাশা করা নয়—এটা অমর্যাদাকর ও মন্দ স্বভাব।

আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কয়েকজন কুরাইশি যুবক আয়িশা ﷺ-এর নিকট আগমন করল। তখন তিনি মিনায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় তারা হাসছিল। আয়িশা ﷺ বললেন, "কোন বিষয় তোমাদের হাসাচ্ছে?" তারা বলল, "অমুক ব্যক্তি তাঁবুর রশির ওপর পড়ে গেছে।

---

৯২. সহিহুল বুখারি : ৬০১১।

ফলে তার গর্দান কিংবা চোখ নিষ্পিষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।" তিনি বললেন, "তোমরা হেসো না। কেননা, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

"যেকোনো মুসলিমের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়েও অধিক ছোট্ট কোনো আঘাত লাগে, তার বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'"[৯৩]

৪. যার লজ্জাজনক কিছু ঘটে গেছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলাম হলো শিষ্টাচার ও উত্তম আদর্শের ধর্ম। ইসলাম সর্বাবস্থায় মুসলিমের কষ্ট ও সমস্যা দূর করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ যখন কোনো মুসলিম ইমাম বা মুক্তাদি হয়ে থাকে এবং সালাতের মাঝেই তার অজু ভেঙে যায়, তখন সে সমস্যায় পড়ে যায়। ইসলাম তার এই পরিস্থিতির বিষয়টি লক্ষ রেখেছে এবং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিয়েছে; যেন তার প্রবৃত্তি তাকে অজুবিহীন সালাত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কুমন্ত্রণা না দেয়। আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

---

৯৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৭২।

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ

'যখন সালাতে তোমাদের কারও অজু নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে যেন নিজের নাক চেপে ধরে বেরিয়ে যায়।'[৯৪]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, যে বিষয়টি সমস্যা সৃষ্টি করে, তা গোপন রাখতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তাওরিয়াহ (দ্ব্যর্থবোধক উক্তি) গ্রহণ করতে হবে। আর এটিকে কপটতাও বলা যাবে না।

তেমনিভাবে ইসলাম ওই ব্যক্তির অনুভূতির প্রতিও লক্ষ করেছে, যার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মজলিশে কোনো দূষণীয় বিষয় প্রকাশ হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ বিন জামআহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবিজি ﷺ বায়ু নিঃসরণের পর হাসি দেওয়া সম্পর্কে বললেন :

لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ

"তোমাদের কেউ কেউ সে কাজটির জন্য কেন হাসে, যা সে নিজেও করে।"'[৯৫]

---

৯৪. সুনানু আবি দাউদ : ১১১৪।
৯৫. সহিহুল বুখারি : ৪৯৪২, সহিহু মুসলিম : ২৮৫৫।

সপ্তমত, খাদিম ও ছোটদের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. খেলতে ইচ্ছুক এমন ছোট স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সুন্দর আচরণ ও কোমল ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। আমাদের জন্য রাসুল ﷺ-এর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ। এই উত্তম আদর্শের একটি হলো :

স্ত্রীর বয়স ও আগ্রহ অনুযায়ী তার সাথে উপযুক্ত আচরণ করা। সে যে বিষয়ে আগ্রহী, শরিয়তের নীতির ভেতরে থেকে তা তাকে প্রদান করা।

আয়িশা ﵂-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। তিনি বলেন, 'তখন আমার নিকট আমার সঙ্গীরা আসত। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে আড়ালে চলে যেত। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।'[৯৬]

তিনি আরও বলেন :

'আমি একদিন হাবশিদের খেলা দেখছিলাম। তারা মসজিদের আঙিনায় খেলছিলেন। আমি খেলা দেখে ক্লান্ত

৯৬. সহিহু মুসলিম : ২৪৪০।

না হওয়া পর্যন্ত দেখছিলাম। তখন নবিজি ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তোমরা অনুমান করো যে, অল্পবয়সি মেয়েরা খেলাধুলা দেখতে কী পরিমাণ আগ্রহী।'[৯৭]

ইবনে হাজার ﵀ বলেন, 'হাদিস থেকে বোঝা যায়, নবিজি ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করতেন এবং আয়িশা ﵂-এর প্রতি অনেক উদার ছিলেন। হাদিস থেকে আয়িশা ﵂-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর মহান মর্যাদার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে।'[৯৮]

২. যে বালক বা খাদিম খেলতে চায়, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একদা তিনি আমাকে একটি কাজে যাওয়ার আদেশ করলেন, তখন আমি বললাম, "আল্লাহর শপথ, আমি যাব না।" কিন্তু আমার মনে এক বিশ্বাস ছিল, যে কাজে আমাকে নবিজি ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন, আমি সে কাজে যাব। অতঃপর আমি বের হয়ে ছেলেদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা বাজারে খেলাধুলায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ পশ্চাৎ দিকে এসে আমার ঘাড় ধরলেন।' আনাস ﵁ বলেন, 'আমি

---

৯৭. সহিহুল বুখারি : ৫২৩৬।
৯৮. ফাতহুল বারি : ১/৫৪৯।

তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিলাম, তখন তিনি হাসছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, (يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟) "আদরের আনাস, তুমি কি সেখানে গিয়েছিলে, যেখানে তোমাকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল, অবশ্যই আমি যাচ্ছি।""[৯৯]

আনাস ﷺ বলেন :

وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ: هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا

'আল্লাহর শপথ, আমি নয় বছর তাঁর খিদমত করেছি। আমার জানা নেই যে, কোনো কাজ আমি করেছি আর সে ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "এরূপ কেন করলে?" কিংবা কোনো কাজ আমি করিনি আর সে ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "কেন তুমি এমনটি করলে না?"'[১০০]

এখানে খাদিমদের অধিকারের বিষয়টি ইসলাম খেয়াল করেছে। তাদেরকে তুচ্ছ বা হেয় করা এবং সাধ্যের বাইরে কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

---

৯৯. সহিহু মুসলিম : ২৩১০।
১০০. সহিহু মুসলিম : ২৩০৯।

যেহেতু শৈশবে অন্যান্য যেকোনো সময়ের তুলনায় খেলাধুলা ও বিনোদনের প্রতি মন বেশি আকৃষ্ট থাকে, তাই ইসলাম এই বাস্তবতাকে ছেড়ে দেয়নি। ছোটদের সাথে নবিজি ﷺ কেমন ব্যবহার করতেন, সেদিকে লক্ষ করুন। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ رضي الله عنه তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»

'এক ইশার সালাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইন رضي الله عنهما-কে বহন করে আনছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রেখে দিলেন। তারপর সালাতের জন্য তাকবির বললেন

এবং সালাত আদায় করলেন। সালাতের মধ্যে একটি সিজদা লম্বা করলেন। আমি আমার মাথা ওঠালাম এবং দেখলাম, ওই ছেলেটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠের ওপর রয়েছেন আর তিনি সিজদারত। তারপর আমি আমার সিজদায় গেলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলে লোকেরা বলল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আপনার সালাতের মধ্যে একটি সিজদা এত লম্বা করলেন যে, আমরা ধারণা করলাম, হয়তো কোনো ব্যাপার ঘটে থাকবে বা আপনার ওপর ওহি নাজিল হচ্ছে।" তিনি বললেন, "এর কোনোটিই ঘটেনি; বরং আমার এ সন্তান আমাকে সওয়ারি বানিয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম; যেন সে তার কাজ সমাধা করতে পারে।""[১০১]

৩. খাদিম ও বাবুর্চির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং স্বাধীন খাদিমদের সাথে কঠোরতা, অভদ্রতা, ঘৃণা বা অহংকার দেখিয়ে ব্যবহার করেছ। অথচ এই খাদিমরাই তার গৃহের অনেক বড় বড় দায়িত্বগুলো পালন করছে। তারা তাদের ওপর আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের কথা ভুলে গেছে যে, আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যারা তাদের খিদমত করে। অথচ আল্লাহ তাআলা চাইলে

---

১০১. সুনানুন নাসায়ি : ১১৪১।

তাদেরকে খাদিম এবং খাদিমদেরকে কর্তা বানিয়ে দিতে পারতেন।

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ

'তোমাদের কারও খাদিম খাবার নিয়ে হাজির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত। তাকে সাথে না বসালেও দুই-এক লোকমা, কিংবা দুই-এক গ্রাস তাকে দেওয়া উচিত; কারণ, সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে।'[১০২]

এই হলো ক্রীতদাস খাদিমের ব্যাপারে বিধান। তাহলে ক্রীতদাস নয় এমন খাদিম বা কর্মচারীর সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত?

আবু মাসউদ আল-আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম। এমন সময় পেছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম :

اعْلَمْ، أَبَا مَسْعُودٍ، لَلهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

"হে আবু মাসউদ, তুমি জেনে রেখো! এই গোলামের ওপর তোমার ক্ষমতার চেয়ে আল্লাহ তোমার ওপর অধিক ক্ষমতাবান।"

---

১০২. সহিহুল বুখারি : ২৫৫৭।

হঠাৎ আমি তাকিয়ে দেখলাম রাসুলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে মুক্ত।" তখন তিনি বললেন :

«أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ»، أَوْ «لَمَسَّتْكَ النَّارُ»

"শোনো, যদি তুমি এমনটি না করতে, তাহলে আগুন তোমাকে জ্বালিয়ে দিত বা আগুন তোমাকে স্পর্শ করত।"'[১০৩]

ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظَالِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ عِتْقِهِ

"যে তার গোলামের প্রতি জুলুম করে প্রহার করে, তার জন্য এর কাফফারা শুধু তাকে মুক্ত করে দেওয়া।"'[১০৪]

---

১০৩. সহিহু মুসলিম : ১৬৫৯।
১০৪. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৫৭৮২।

অষ্টমত, ভুলের ক্ষেত্রে মানুষের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. ভুলকারীকে নির্দিষ্ট না করে তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

নবিজি ﷺ অনেক ক্ষেত্রে ভুলকারীকে নির্দিষ্ট না করে ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন; কেননা, উদ্দেশ্য হলো ভুলের ব্যাপারে তাদের অবগত হওয়া এবং তা থেকে সতর্ক থাকা।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার নবিজি ﷺ নিজে কোনো কাজ করলেন এবং অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। তা সত্ত্বেও একদল লোক তা থেকে বিরত রইল। এ সংবাদ নবিজি ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসার পর তিনি বললেন :

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً

"কিছু লোকের কী হয়েছে, তারা এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, যা আমি নিজে করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর সম্পর্কে তাদের থেকে বেশি জানি এবং আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে ভয় করি।"'[১০৫]

---

১০৫. সহিহুল বুখারি : ৬১০১।

বারিরাহ ﵂-এর ঘটনায় বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ বলেন :

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ

'লোকদের কী হলো? তারা এমন সব শর্ত করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্তের কোনো মূল্য নেই; এমনকি এরূপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও।'[১০৬]

২. যে ভুল করে লজ্জিত হয়েছে এবং শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

মিকদাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রচুর খাদ্য-সংকটে আমার ও আমার দুই সাথির দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি কমে যায়। অতঃপর আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথিদের নিকট নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদের কথা শুনলেন না। সবশেষে আমরা নবিজি ﷺ-এর নিকট আগমন করলে তিনি আমাদের সাথে নিয়ে তাঁর পরিবারের নিকট গেলেন। সেখানে তিনটি বকরি ছিল। নবিজি ﷺ বললেন, "তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা বণ্টন করে পান করব।"' তিনি বলেন, 'এরপর তা থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করত। আর আমরা নবিজি ﷺ-এর জন্য

---

১০৬. সহিহুল বুখারি : ৪৫৬।

তাঁর অংশ উঠিয়ে রাখতাম। তিনি রাত্রে এসে এমনভাবে সালাম দিতেন, যাতে নিদ্রারত লোক উঠে না যায় এবং জাগ্রত লোক শুনতে পায়। অতঃপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন। এবং সেখান থেকে ফিরে এসে দুধ পান করতেন। একদা রাতে আমার নিকট শয়তান আগমন করল। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বলল, "মুহাম্মাদ আনসারিদের নিকট গেলে তারা তাঁকে উপঢৌকন দেবে এবং তাদের নিকট তাঁর এ অল্প দুধের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে।" অতঃপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন উত্তমভাবে আমার পেটে ঢুকে গেল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এ দুধ বের করার আর কোনো উপায় নেই। তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলল, "তোমার ধ্বংস হোক, তুমি এ কী করলে! তুমি মুহাম্মাদের জন্য রাখা দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার ওপর বদ-দুআ করবেন। এতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে।" আমার শরীরে একটা চাদর ছিল। আমি যদি তা আমার পদদ্বয়ের ওপর রাখি, তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে; আর যদি তা আমার মাথার ওপর রাখি, তাহলে আমার পদদ্বয় বেরিয়ে পড়ে। কিছুতেই আমার ঘুম আসছিল না। আমার সাথিদ্বয় তো নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁরা তো আমার মতো কাজ করেননি। অতঃপর নবিজি ﷺ আগমন করে যেভাবে সালাম করতেন, সেভাবেই সালাম করলেন। এরপর তিনি

মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি নিজ মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই হয়তো তিনি আমার ওপর বদ-দুআ করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি বললেন :

اللهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

"হে আল্লাহ, যে আমার খাবারের ব্যবস্থা করে, আপনি তার খাবারের ব্যবস্থা করুন এবং যে আমাকে পান করায়, আপনি তাকে পান করান।"...[১০৭]

৩. যার ওপর হদ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ

'যদি বাঁদি জিনা করে এবং তার জিনা প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। তবে তিরস্কার করবে না...।'[১০৮] অর্থাৎ তাকে নিন্দা করবে না। যেমনটি ইউসুফ ﵇ তাঁর ভাইদের বলেছেন :

---

১০৭. সহিহু মুসলিম : ২০৫৫।
১০৮. সহিহুল বুখারি : ২১৫২।

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

'তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোনো নিন্দা নেই।'[১০৯]

সুতরাং কোনো অভিযোগ বা তিরস্কার নেই; কারণ, হুদুদ হলো তার কৃতকর্মের কাফফারা এবং তা থেকে পবিত্রকারী।

উবাদাহ বিন সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে এক মজলিশে বসা ছিলাম। তিনি বললেন :

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا - وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ كُلَّهَا - فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"তোমরা আমার কাছে এ বাইআত করো যে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না, চুরি করবে না এবং জিনা করবে না। এরপর তিনি এ আয়াত (সুরা আল-মুমতাহিনা : ১২) পুরো পাঠ করলেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বাইআতের) শর্তাবলি পুরো করে, তার বিনিময় আল্লাহর কাছে। আর যে ব্যক্তি এ থেকে কিছু করে বসে আর তাকে শাস্তি দেওয়া হয়, তবে এটা তার জন্য কাফফারা হয়ে

---

১০৯. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯২।

যায়। আর যদি কেউ এ থেকে কিছু করে বসে আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে এটা তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে ক্ষমা করবেন, ইচ্ছে করলে শাস্তি দেবেন।'"[১১০]

সুতরাং যার ওপর দণ্ডবিধি বাস্তবায়িত হয়েছে, তার জন্য অন্য কোনো শাস্তি নেই; কারণ, হদ তাকে পূর্বের মতো পরিষ্কার করে দিয়েছে। বরং যদি সে সঠিকভাবে তাওবা করে থাকে এবং লজ্জিত হয়, তাহলে হদ কায়িমের আগের অবস্থা থেকে হদ কায়িমের পরের অবস্থা আরও উত্তম হতে পারে। যেমনটি আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত আছে যে :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَابَتْ، وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا

'নবিজি ﷺ (শাস্তিস্বরূপ) জনৈক মহিলার হাত কেটেছেন।' আয়িশা ﵂ বলেন, 'সে মহিলাটি এরপরেও নবিজি ﷺ-এর কাছে আসত। আর আমি তার প্রয়োজন নবিজি ﷺ-এর কাছে তুলে ধরতাম। মহিলাটি তাওবা করেছিল এবং সুন্দর হয়েছিল তার তাওবা।'[১১১]

---

১১০. সহিহুল বুখারি : ৬৭৮৪।
১১১. সহিহুল বুখারি : ৬৮০০।

ইবনে হাজার ﷺ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন :

'কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, আয়িশা ﷺ বলেছেন, "মহিলাটি সালিম গোত্রের জনৈক লোককে বিয়ে করেছিল এবং তাওবা করেছিল। তাদের সম্পর্ক অনেক সুন্দর ছিল। সে আমার কাছে আসলে আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে তার প্রয়োজন তুলে ধরতাম।" মুসতাদরাকুল হাকিমে মাসউদ বিন হিকামের আরেকটি হাদিসের শেষে উল্লেখ হয়েছে, ইবনে ইসহাক বলেন, "আমার কাছে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর বর্ণনা করেন যে, নবিজি ﷺ এরপর তার প্রতি দয়া করতেন এবং তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন।"

মুসনাদে আহমাদে আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ-এর হাদিসে উল্লেখ আছে যে, "মহিলা (চুরির অপরাধে শাস্তিস্বরূপ যার ডান হাত কেটে ফেলা হয়েছে) বলল, (هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟) "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য কি কোনো তাওবা আছে?" রাসুল ﷺ বললেন, (نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ) "হ্যাঁ, আজ তুমি তোমার অপরাধ থেকে মুক্ত সেদিনের মতো, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন।"'[১১২-১১৩]

---

১১২. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৫৭।
১১৩. ফাতহুল বারি : ১২/৯৫-৯৬ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

৪. অপরাধের সাথে যার সম্পর্কহীনতা প্রকাশিত হয়েছে, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

সম্মানিত ব্যক্তিদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কোনো অপবাদে সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং সব সময় তা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে; যতক্ষণ না সাধ্যে থাকলে তা বাতিল করতে পারে।

এ কারণেই যখন অপবাদের সাথে তার সম্পর্কহীনতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তখন নিজের প্রতি তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় এবং সে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে গেলাম। কিছু সংখ্যক বেদুইনও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা পানির উৎসের দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের পূর্বেই বেদুইনরা পানির উৎসে গিয়ে পৌঁছায়। এক বেদুইন তার সঙ্গীদের পূর্বে পৌঁছে সে হাওজ (চৌবাচ্চা) সম্পূর্ণ করে তার চতুর্দিকে পাথর রেখে দিত এবং তার ওপর চামড়া বিছিয়ে দিয়ে তা ঢেকে দিত; যাতে তার সাথিরা এসে যায় এবং অন্যরা পানি নিতে না পারে। উক্ত বেদুইনের কাছে এক আনসারি লোক তার উটকে পানি পান করানোর জন্য এর লাগাম হালকা করে ছেড়ে দিল। কিন্তু বেদুইন তার উটকে পানি পান করতে বাধা দেয়। এতে আনসারি ব্যক্তি (ক্রুদ্ধ হয়ে) পানির উৎসগুলো সরিয়ে ফেলল। সে সময় একটি কাষ্ঠ

খণ্ড তুলে নিয়ে বেদুইন লোকটি আনসারির মাথায় জোরে আঘাত করে; এর ফলে তার মাথা ফেটে যায়। উক্ত আনসারি মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নিকট গিয়ে তাকে ঘটনা সম্পর্কে জানায়। আনসারি তার দলেরই লোক ছিল। আব্দুল্লাহ বিন উবাই ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, "যে বেদুইনরা আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে রয়েছে, তাদের সহায়তা দান বন্ধ করে দাও। তবেই তারা তাঁর চারপাশ থেকে আলাদা হয়ে যাবে।" রাসুল ﷺ-এর আহার করার সময় বেদুইনরা তাঁর নিকট হাজির হতো এবং তাঁর সঙ্গে আহার করত। তাই আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, "যে সময় বেদুইনরা মুহাম্মাদ-এর নিকট থেকে অন্যত্র চলে যাবে, তখন তাঁর নিকট খাবার উপস্থিত করবে; যাতে তিনি ও তাঁর নিকট উপস্থিত অন্যরা তা আহার করেন।" তারপর আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার সাথিদের আরও বলল, "আমরা মদিনায় ফিরে গেলে সম্মানিতরা তোমাদের মাঝের হীনদের তাড়িয়ে দেবে।"" জাইদ বিন আরকাম ﷺ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর পেছনে একই সওয়ারিতে ছিলাম। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা আমি শুনে ফেললাম এবং আমার চাচাকে তা জানালাম। আর তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তা অবহিত করলেন। রাসুল ﷺ তাকে (আব্দুল্লাহ বিন উবাই) ডেকে পাঠান। সে শপথ করে তা অস্বীকার করে। রাসুল ﷺ তার কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাকে (জাইদের চাচাকে) অবিশ্বাস করলেন। আমার চাচা আমার নিকট এসে বললেন, "এটাই তো তুমি চেয়েছিলে যে, রাসুল ﷺ

তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি ও মুসলিমগণ তোমাকে মিথ্যুক আখ্যায়িত করেন।" এতে আমি এতটাই ভারাক্রান্ত হলাম, যতটা কখনো কেউ হয়নি। তারপর আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথা নত করে রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে সফর অব্যাহত রাখলাম। এই পরিস্থিতিতে রাসুল ﷺ আমার নিকট এসে আমার কান মললেন এবং আমার সম্মুখে হেসে দিলেন। যদি আমি চিরস্থায়ী জীবন বা জান্নাত লাভ করতাম; তবুও এতটা খুশি হতাম না। তারপর আবু বকর رضي الله عنه এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাসুল ﷺ তোমাকে কী বলেছেন?" আমি বললাম, "আমাকে তিনি কিছুই বলেননি, তিনি কেবল আমার কান মললেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন।" আবু বকর رضي الله عنه বললেন, "তোমার জন্য সুসংবাদ!" অতঃপর আমাদের সঙ্গে উমর رضي الله عنه এসে দেখা করলেন। যে কথা আমি আবু বকর رضي الله عنه-কে বলেছিলাম, সে কথাই তাঁকে বললাম। অতঃপর আমরা ভোরে উপনীত হলে রাসুল ﷺ সুরা আল-মুনাফিকুন পাঠ করলেন।'[১১৪]

---

১১৪. সহিহুল বুখারি : ৪৯০০ (সংক্ষেপিত)।

নবমত, যে ব্যক্তি কোনো পেরেশানি, ক্রোধ বা দুশ্চিন্তার শিকার, তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. কারও দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হয়ে তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সুখে সুখী হওয়া এবং তার দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হওয়া আবশ্যক। এটিই মুসলিমরা এক দেহের মতো হওয়ার বিষয়টিকে শামিল করে।

ইবনে আব্বাস ﵄ বদরের যুদ্ধের কাহিনি উল্লেখ করার পর বলেন :

'যখন যুদ্ধবন্দীদের আটক করা হলো, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ওই সব যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আবু বকর ও উমর ﵄-এর সাথে কথা বললেন, "এ সকল যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আপনারা কী মত দিচ্ছেন?" আবু বকর ﵁ বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, তারা তো আমাদের চাচাতো ভাই এবং সমগোত্রীয়। আমি উচিত মনে করি যে, তাদের নিকট থেকে আপনি মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। এতে কাফিরদের ওপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলামের হিদায়াত দেবেন।" এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইবনুল খাত্তাব, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?" উমর ﵁ বললেন, "তখন আমি

বললাম, "আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসুল, এ ব্যাপারে আবু বকর যা উচিত মনে করেন, আমি তা উচিত মনে করি না। আমি উচিত মনে করি যে, আপনি তাদেরকে আমাদের হস্তগত করুন; আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর আকিলকে আলির হস্তগত করুন; তিনি তার শিরোচ্ছেদ করবেন। আর আমার বংশের অমুককে আমার কাছে অর্পণ করুন; আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। কেননা, তারা হলো কাফিরদের মর্যাদাশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।" (উমর ﵁ বলেন,) "অতঃপর আবু বকর ﵁ যা বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ সেটাই পছন্দ করলেন এবং আমি যা বললাম, তা তিনি পছন্দ করলেন না। পরের দিন যখন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, তখন দেখি, রাসুলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর ﵁ উভয়ে বসে কাঁদছেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথি কেন কাঁদছেন? আমার কান্না আসলে আমিও কাঁদব। আর যদি আমার কান্না না আসে, তবে আপনাদের কান্নার কারণে আমিও কান্নার ভান করব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

"মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে তোমার সাথিদের ওপর সমাগত বিপদের কথা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। আমার নিকট তাঁদের শাস্তি পেশ করা হলো এ বৃক্ষ থেকেও নিকটে।"

বৃক্ষটি ছিল নবিজি ﷺ-এর নিকটে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"জমিনে ব্যাপকভাবে শত্রুনিধন না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দী রাখা (এবং মুক্তপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া) কোনো নবির জন্য সংগত নয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও; আর আল্লাহ চান আখিরাত। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[১১৫]

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যদি বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই নির্ধারিত না হতো, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদেরকে বিরাট শাস্তি স্পর্শ করত।"[১১৬]

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

"অতএব, তোমরা যে বৈধ ও উত্তম গনিমত পেয়েছ, তা খেতে পারো।"[১১৭]

---

১১৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৭।
১১৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৮।
১১৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৯।

এর ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের জন্য গনিমতের মাল হালাল করে দেন।'[১১৮]

কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে আয়িশা ﵂ যখন অবিরত কাঁদছিলেন, সে সময় তাঁর সাথে কান্নায় জনৈক আনসারি নারীও শামিল হয়েছিল। যেমনটি আয়িশা ﵂ ইফকের হাদিসে উল্লেখ করেছেন :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ،... قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي،

'রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন নিজ স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন... (আয়িশা ﵂ সেই সফরের ঘটনা ও তাঁকে অপবাদ দেওয়ার এ পুরো কাহিনি বর্ণনা করে বলেন) সেদিন আমি সারাক্ষণ কান্নাকাটি করলাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিল। রাতে একটুও আমার ঘুম আসেনি। অতঃপর সামনের রাতও আমি কেঁদে কাটালাম। এ রাতেও অবিরত

---

১১৮. সহিহু মুসলিম : ১৭৬৩।

ধারায় আমার অশ্রুপাত হলো; আমি একটুকুও ঘুমাতে পারিনি। এ দেখে আমার আব্বা-আম্মা মনে করছিলেন যে, কান্নায় আমার কলিজা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আমি কাঁদতে ছিলাম, আমার আব্বা-আম্মা আমার নিকট বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারি মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসে (আমার সাথে) কাঁদতে লাগল...।’[১১৯]

২. সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টের মূল্যায়ন

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন :

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

‘আমি দীর্ঘ করার ইচ্ছা নিয়ে সালাত শুরু করি; কিন্তু পরে শিশুর কান্না শুনে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা, শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তা আমি জানি।’[১২০]

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘হারিসা একজন নওজওয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তাঁর মা নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, “হে

---

১১৯. সহিহুল বুখারি : ৪৭৫০, সহিহু মুসলিম : ২৭৭০।

১২০. সহিহুল বুখারি : ৭১০।

আল্লাহর রাসুল, হারিসা আমার কত প্রিয় ছিল, আপনি তা অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতি হয়, তাহলে আমি সবর করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি ব্যাপার অন্য কিছু হয়, তবে দেখবেন, আমি কী করি।" তখন তিনি বললেন :

وَيْحَكِ، أَوَهَبِلْتِ، أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ

"তোমার জন্য আফসোস, তুমি কি নির্বোধ হয়ে গেলে? জান্নাত কি মাত্র একটি? জান্নাতের সংখ্যা তো অনেক। আর সে তো জান্নাতুল ফিরদাওসে রয়েছে।""[১২১]

৩. চিন্তিত ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা এবং তার চিন্তা দূর করা

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবু বকর ﵁ এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তবে তাদের কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমিত দেওয়া হয়নি। এরপর তিনি আবু বকর ﵁-কে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলে তিনি প্রবেশ করলেন। এরপর উমর ﵁ এলেন এবং তিনি অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা

১২১. সহিহুল বুখারি : ৬৫৫০, ২৮০৯।

হলো। তিনি নবিজি ﷺ-কে চিন্তিত এবং নীরব বসে থাকতে দেখলেন। আর তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে তাঁর সহধর্মিনীগণ উপবিষ্ট ছিলেন। উমর رضي الله عنه বললেন, "নিশ্চয় আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট এমন কথা বলব, যা তাঁকে হাসাবে।" এরপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যদি খারিজাহর কন্যাকে (উমর رضي الله عنه-এর স্ত্রী) আমার কাছে খোরপোশ তলব করতে দেখতেন, তাহলে (তৎক্ষণাৎ) আপনি তার দিকে অগ্রসর হয়ে তার স্কন্ধে আঘাত করতেন।" এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে উঠলেন এবং বললেন :

هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ

"আমার চারদিকে যাদের দেখতে পাচ্ছ, তারা আমার কাছে খোরপোশ দাবি করছে।""[১২২]

এ রকমই একটি ঘটনা হলো, জাবির رضي الله عنه-এর ঘটনা, যখন তাঁর উটটি দুর্বলতার কারণে কাফেলা থেকে পিছিয়ে যায়। এতে তিনি পেরেশান হয়ে যান। তখন নবিজি ﷺ তাঁর সাথে চমৎকার ভাষায় এই কথোপকথন করেছেন—

জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'এক যুদ্ধে আমি নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল; বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবিজি ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন,

১২২. সহিহু মুসলিম : ১৪৭৮।

“জাবির!” আমি বললাম, “জি।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার অবস্থা কী?” আমি বললাম, “আমার উট আমাকে নিয়ে খুব ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে। ফলে আমি পেছনে পড়ে গেছি।” তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, “এবার আরোহণ করো।” আমি আরোহণ করলাম। এবার অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ হতে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি বিয়ে করেছ?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “কুমারী না বিবাহিতা?” আমি বললাম, “বিবাহিতা।” তিনি বললেন, “তরুণী (কুমারী) বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তার সাথে হাসি-তামাশা করতে এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাসি-তামাশা করত।” আমি বললাম, “আমার কয়েকটি বোন আছে, এ জন্য আমি এমন এক মহিলাকে বিয়ে করতে পছন্দ করলাম, যে তাদের মিল-মহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের ওপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হবে।” তিনি বললেন, “শোনো, তুমি তো বাড়ি পৌঁছবে। যখন পৌঁছবে, তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে।” তিনি বললেন, “তোমার উটটি বিক্রি করবে?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।” তিনি এক উকিয়ার বিনিময়ে আমার থেকে উটটি কিনে নিলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার আগে (মদিনায়) পৌঁছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে নববিতে গিয়ে তাঁকে দরজার

সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এখন এলে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "তোমার উটটি রাখো এবং মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করে নাও।" আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বিলাল ﷺ-কে উকিয়া ওজন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল ﷺ তা ওজন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পেছনে ফিরেছি, তখন তিনি বললেন, "জাবিরকে আমার কাছে ডাকো।" আমি ভাবলাম, এখন হয়তো উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার নিকট এর চেয়ে অপছন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, "তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার দামও তোমার।"'[১২৩]

জাবির ﷺ-এর পেরেশানির কারণ ছিল তাঁর উটের দুর্বলতার কারণে ধীরে চলা। এমনকি একসময় তিনি এটি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো নাদিহ' বা ক্ষেতে পানি সেচ দেওয়ার মতো অন্য কোনো উট ছিল না। এ কারণেই নবিজি ﷺ তাঁর সাথে এই চমৎকার আলোচনা করেছেন। এরপর তাঁর প্রতি উদারতা দেখিয়েছেন।

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'এটি হলো সর্বোত্তম উদারতা; কারণ, যে কোনো জিনিস বিক্রি করেছে, সে অবশ্যই বিনিময়ের মুখাপেক্ষী। যখন সে বিনিময় গ্রহণ করে নিল,

---

১২৩. সহিহুল বুখারি : ২০৯৭, সহিহু মুসলিম : ৭১৫, মুসনাদু আহমাদ : ১৫০২৬। (এখানে আমরা বুখারির বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি। -অনুবাদক)

তখন তার হৃদয়ে বিক্রিত জিনিসের বিচ্ছেদের আফসোস থেকে যায়। এরপর যখন মূল্যসহ তাকে বিক্রিত জিনিস ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখন তার পেরেশানি দূর হয়ে যায়। তার মাঝে আনন্দও দেখা যায় এবং তার প্রয়োজনও পূরণ হয়ে যায়। আর যে এসব পাওয়ার পর অতিরিক্ত মূল্য পায়, তার অবস্থা কেমন হবে?'[১২৪]

ইবনে হাজার ﷺ এই হাদিসের ফায়দা উল্লেখ করে বলেন, 'ইমাম ও বড় ব্যক্তি তার সাথিদের খোঁজখবর রাখবেন এবং সাথিরা যে পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। খোঁজখবর নেওয়া, সম্পদ বা দুআ যা কিছু দিয়ে তাকে সাহায্য করা সহজ হবে, তা করবেন।'[১২৫]

৪. প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ব্যথিত ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা এবং সুপারিশ ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে সহযোগিতা করা

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বারিরাহর স্বামী ক্রীতদাস ছিল। মুগিস নামে তাকে ডাকা হতো। আমি যেন এখনো তাকে দেখছি, সে বারিরাহর পেছনে কেঁদে কেঁদে ঘুরছে। আর তার দাড়ি বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন নবিজি ﷺ বললেন, (يَا عَبَّاسُ، أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا) "হে আব্বাস,

---

১২৪. ফাতহুল বারি : ৫/৩১৭।
১২৫. ফাতহুল বারি : ৫/৩২১।

বারিরাহর প্রতি মুগিসের ভালোবাসা এবং মুগিসের প্রতি বারিরাহর অনাসক্তি দেখে তুমি কি আশ্চর্যান্বিত হও না?" এরপর নবিজি ﷺ বললেন, (لَوْ رَاجَعْتِهِ) "(বারিরাহ) তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে!" সে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি আমাকে হুকুম দিচ্ছেন?" তিনি বললেন, (إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ) "আমি কেবল সুপারিশ করছি।" সে বলল, "তাকে দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।""[১২৬]

দশমত, বিক্ষিপ্ত কিছু বিষয়ে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

১. যার কাছে আনন্দের কিছু এসেছে, তার আনন্দে শরিক হয়ে এবং তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তার অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

যেমনটি ঘটেছিল কাব ﷺ-এর ক্ষেত্রে। তিনি তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে রয়ে ছিলেন। ফলে মুসলিমরা সবাই তাঁকে পঞ্চাশ রাত বর্জন করেছিল। তিনি কঠিন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের তাওবা কবুল করে আয়াত নাজিল করেন। এই সংবাদে সাহাবিগণ অনেক অনেক আনন্দিত হয়েছিলেন। এই অবস্থার বিবরণ দিয়ে কাব ﷺ বলেন :

---

১২৬. সহিহুল বুখারি : ৫২৮৩।

'যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসলো, তখন আমাকে সুসংবাদ প্রদান করার শুকরিয়াস্বরূপ আমার নিজের পরনের কাপড়দুটো খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর শপথ, সে সময় ওই দুটো কাপড় ব্যতীত আমার কাছে আর কোনো কাপড় ছিল না। ফলে আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম। এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তাঁরা তাওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তাঁরা বলছিল, "তোমাকে মুবারকবাদ যে, আল্লাহ তাআলা তোমার তাওবা কবুল করেছেন।" অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رضي الله عنه দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং মুবারাকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম, তিনি ব্যতীত আর কোনো মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না।'[১২৭]

ইবনে হাজার رحمه الله এই হাদিসের ফায়দা উল্লেখ করে বলেন :

'কল্যাণের ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদানে ছুটে যাওয়া এবং যে নতুন কোনো নিয়ামত অর্জন করেছে, তাকে অভিবাদন

১২৭. সহিহুল বুখারি : ৪৪১৮।

জানানো এবং যখন সে এগিয়ে আসে, তখন তার জন্য দাঁড়ানো (এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়)।'[১২৮]

২. নিকটজনকে কষ্ট দেয় এমন বিষয়ে মানুষের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আত্মীয়তার বন্ধনের ফলে আপনার আত্মীয় যাতে আক্রান্ত হয়েছেন, আপনিও তাতে আক্রান্ত হয়েছেন। কেউ কষ্ট পেলে তার আত্মীয়ও সে কষ্ট অনুভব করে। ইসলাম এই অনুভূতির মূল্যায়ন করেছে; যতক্ষণ না তা আত্মীয়তার মহব্বত বা শরিয়তের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে; যদিও অন্যরা তার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়।

মুগিরাহ বিন শুবা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ

'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ে জীবিতদের কষ্ট দিয়ো না।'[১২৯]

মিসওয়ার বিন মাখরামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'আবু জাহেলের কন্যার কাছে আলি ﷺ বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। ফাতিমা ﷺ এই খবর শুনতে পেয়ে রাসুলুল্লাহ

---

১২৮. ফাতহুল বারি : ৮/১২৪।
১২৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৮২।

ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, "আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের সম্মানে রাগান্বিত হন না। আলি তো আবু জাহেলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।" রাসুলুল্লাহ ﷺ তা শুনে খুতবা দিতে প্রস্তুত হলেন।' মিসওয়ার বলেন, 'তিনি যখন হামদ ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে,

أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

"পর-সমাচার, আমি আবুল আস বিন রবির নিকট আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, সত্যই বলেছে। আর ফাতিমা আমার টুকরা; তাঁর কোনো কষ্ট হোক, তা আমি কখনো পছন্দ করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একই লোকের নিকট একত্রিত হতে পারে না।"

আলি رضي الله عنه তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উঠিয়ে নিলেন।' মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হালহালা মিসওয়ারের সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, 'আমি নবিজি ﷺ-কে বনি আবদে শামস গোত্রে তাঁর এক জামাতার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নবিজি ﷺ বলেন, (حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى

لِي) "সে আমাকে যা বলেছে, সত্য বলেছে। যা ওয়াদা করেছে, তা পূর্ণ করেছে।'"[১৩০]

অন্য এক বর্ণনায় আছে :

وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ أَبَدًا

'আর নিশ্চয় আমি কোনো হালালকে হারাম করতে পারি না এবং কোনো হারামকে হালাল করতে পারি না। তবে আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রাসুলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা কখনো একত্রিত হতে পারে না।'[১৩১]

এর থেকে একাধিক বিয়ে হারাম হওয়া বা আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তা হারাম হওয়ার বিষয় বোঝা যায় না। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ও আল্লাহর শত্রুর কন্যা সতীন হিসেবে একই পরিবারে একত্রিত হওয়া আত্মমর্যাদার বিরোধী। অনেক সময় তাদের শত্রুতার প্রভাব তাদের পিতাদের পর্যন্ত গড়াবে। কারণ, তাদের একজনের পিতা হলেন ইমানের সর্দার এবং অপরজনের পিতা হলো কুফরের সর্দার এবং আল্লাহর নবির সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং

---

১৩০. সহিহুল বুখারি : ৩৭২৯।
১৩১. সহিহুল বুখারি : ৩১১০।

তখন আবু জাহেলের কন্যার মাঝে স্বজনপ্রীতি ঢুকতে পারে বা অন্তরে আল্লাহর নবির ব্যাপারে কোনো মন্দ ধারণা উদিত হতে পারে। ফলে বাবার সাথে জাহিলি স্বজনপ্রীতির কারণে শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে সে ধ্বংস হবে। সম্ভবত নবিজি ﷺ এই কথার মাধ্যমে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রাসুলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একই লোকের কাছে একত্রিত হতে পারে না।' আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ-এর কোনো মেয়েকে বিয়ে করার মতো মর্যাদা যে কেউ অর্জন করতে পারে না। সুতরাং যাকে আল্লাহর নবি ﷺ এই মর্যাদায় বিশেষায়িত করেছেন, তার জন্য আবশ্যক হলো, সমমূল্যের জিনিসের মাধ্যমে এই অনুগ্রহ ও মর্যাদার মূল্যায়ন করা। সুতরাং সে এমন কোনো কাজ করবে না, যার কারণে নবিজি ﷺ-এর কন্যা কষ্ট পায়। যেমনটি আবুল আস বিন রবির ক্ষেত্রে হয়েছে; যার প্রশংসা নবি ﷺ এভাবে করেছেন :

'আমি আবুল আস বিন রবির নিকট আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, সত্যই বলেছে।'

ইমাম নববি ؒ বলেন :

'আলিমগণ বলেছেন, এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, নবিজি ﷺ-কে যেকোনো অবস্থায় এবং যেকোনো সুরতে কষ্ট দেওয়া হারাম। যদিও এ কষ্টটা তাঁর জীবিতাবস্থায়

কোনো বৈধ বিষয়ে হয়ে থাকে। তারা বলেন, নবিজি ﷺ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, আলি رضي الله عنه-এর জন্য আবু জাহেলের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ। কারণ, তিনি বলেছেন, “আমি কোনো হালালকে হারাম করছি না।” কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত দুটি কারণে এই দুই কন্যাকে একত্রিত করা নিষেধ করেছেন :

প্রথমত, এর ফলে ফাতিমা رضي الله عنها-এর কষ্ট হবে; আর তখন নবিজি ﷺ-ও কষ্ট পাবেন। ফলে যে কষ্ট দেবে, সে ধ্বংস হবে। এ কারণেই নবিজি ﷺ আলি ও ফাতিমা رضي الله عنهما-এর প্রতি পরিপূর্ণ স্নেহের ফলে এ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, আত্মমর্যাদার কারণে ফাতিমা رضي الله عنها ওপর ফিতনার আশঙ্কা করেছেন। আরও বলা হয়ে থাকে যে, এখানে নিষেধ দ্বারা একত্রিত করা নিষেধ করা হয়নি। বরং এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ ভালোভাবে জানি যে, তারা দুজন একত্রিত হবে না। আবার এর দ্বারা একত্রিত হওয়া হারামও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর “আমি কোনো হালালকে হারাম করি না”—এর অর্থ হলো, আমি আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কোনো কথা বলি না। সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো জিনিস হালাল করেছেন, তখন আমি তা হারাম করি না। আর যখন তিনি কোনো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, আমি তা হালাল করি না। আর আমি তার

হারামের ব্যাপারে চুপও থাকি না; কারণ, আমার চুপ থাকা বৈধতার দলিল।...'[১৩২]

ইবনুল কাইয়িম ﷬ বলেন, 'এই হাদিসে যেকোনো দিক দিয়ে নবিজি ﷺ-কে কষ্ট দেওয়াকে হারাম করা হয়েছে; যদিও কাজটি বৈধ কাজ হয়। যখন ওই বৈধ কাজের মাধ্যমে নবিজি ﷺ কষ্ট পাবেন, তখন সেটি করা জায়িজ হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ

"এটি তোমাদের জন্য সংগত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসুলকে কষ্ট দেবে।"[১৩৩]

এখানে এ বিষয়টিও বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দেওয়া তাঁকে কষ্ট দেওয়ারই নামান্তর।"[১৩৪]

আওনুল মাবুদ গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

"'আর আমি কোনো হালালকে হারাম করি না এবং কোনো হারামকে হালাল করি না। কিন্তু আল্লাহর শপথ, তারা একত্রিত হবে না।'" এখানে আলি ﷛-এর জন্য

---

১৩২. শারহুন নববি আলা মুসলিম : ৩/১৬।
১৩৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৩।
১৩৪. হাশিয়াতু ইবনিল কাইয়িম আলা সুনানি আবি দাউদ : ৬/৫৫-৫৬।

আবু জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তার কন্যা ও নবিজি ﷺ-এর কন্যা ফাতিমার মাঝে একত্রিত করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এতে ফাতিমা رضي الله عنها কষ্ট পাবেন এবং তাঁর কষ্টের কারণে নবিজি ﷺ কষ্ট পাবেন। আর নবিজি ﷺ ফাতিমার আত্মমর্যাদার কারণে তাঁর ওপর ফিতনার আশঙ্কা করছিলেন।'[১৩৫]

৩. বিয়ের আকদের ক্ষেত্রে কুমারী মেয়ের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

লজ্জা নারীর স্বভাব, লজ্জা নারীর ভূষণ। আর কুমারী মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীলা হয়ে থাকে। তাই ইসলাম বিবাহের আকদ বা চুক্তি সম্পন্নের সময় এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখেছে। যদিও বিয়ের আকদ সম্পন্ন হওয়ার জন্য স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা শর্ত এবং এ ছাড়া বিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে না; কিন্তু ইসলাম কুমারী মেয়ের অনুভূতি ও তার লজ্জার প্রতি খেয়াল রেখেছে—যা তাকে মুখে বিয়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশে বাধা প্রদান করে। তাই বিয়ের অনুমতির ক্ষেত্রে তার চুপ থাকাই যথেষ্ট এবং তার এই চুপ থাকাকেই স্বীকার করে নেওয়া হিসেবে ধরা হয়েছে।

---

১৩৫. আওনুল মাবুদ : ৬/৫৫।

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»

'কোনো বিধাবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তাঁর অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, কেমন করে তার অনুমতি নেওয়া হবে?' তিনি বললেন, 'তার চুপ থাকাটাই তার অনুমতি।'[১৩৬]

৪. জাহিলিয়াত থেকে দ্বীনের পথে নতুন প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

সত্যবাদী দায়ি আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ হলেন সর্বোত্তম আদর্শ। কারণ, তিনি বৈধ পদ্ধতিগুলো ওই সকল লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন, যারা একসময় তাঁর ও মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল এবং যারা ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং এর বিকাশকে শুরুর সময়ই জ্যান্ত কবর দিতে চেষ্টা করেছিল। রাসুল ﷺ তাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছেন। হুনাইনের যুদ্ধের গনিমত তাদের মাঝে এমনভাবে বণ্টন

---

১৩৬. সহিহুল বুখারি : ৫১৩৬, সহিহ্ মুসলিম : ১৪১৯।

করেছেন যে, যাতে তারা আর কোনো দরিদ্রতার ভয় না করে। যা আনসারদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করে দিয়েছিল। তখন নবিজি ﷺ আনসারদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন :

«إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُيُوتِكُمْ» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ»

'কুরাইশরা সবেমাত্র জাহিলিয়াত ছেড়েছে আর তারা দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহর রাসুলকে নিয়ে।' তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা সন্তুষ্ট।' তিনি আরও বললেন, 'যদি লোকজন উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা গিরিপথ দিয়ে চলে, তাহলে আনসারদের গিরিপথ—অথবা বলেছেন—আনসারদের উপত্যকা দিয়েই আমি চলব।'[১৩৭]

---

১৩৭. সহিহুল বুখারি : ৪৩৩৪, সহিহু মুসলিম : ১০৫৯।

৫. নিজের জন্মভূমি ছেড়ে আসা ব্যক্তির অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখা

আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ যখন মদিনায় আগমন করলেন, তখন আবু বকর ﷺ ও বিলাল ﷺ ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের দেখতে গেলাম। বললাম, "আব্বাজান, কেমন আছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন?"' আয়িশা ﷺ বলেন, আবু বকর ﷺ জ্বরাকান্ত হলেই এ পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন :

كل امرئ مصبح في أهله *** والموت أدنى من شراك نعله

"প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের মাঝে সকালে উপনীত হয়; অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতা অপেক্ষা সন্নিকটে।"

আর বিলাল ﷺ নিজের জ্বর থেকে সেরে উঠলে উচ্চস্বরে এই কবিতা আবৃত্তি করতেন :

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة *** بواد وحولي إذخر وجليل

وهل أردن يوما مياه مجنة *** وهل يبدون لي شامة وطفيل

"হায়, আমি যদি জানতাম আমি এ মক্কা উপত্যকায় আবার রাত কাটাতে পারব কি না! যেখানে আমার চারপাশে থাকত ইজখির ও জালিল ঘাস। মাজান্না ঝরনার পানি পানের সুযোগ আর হবে কি? আমার সামনে উদ্ভাসিত হবে কি শামা ও তাফিল পাহাড়?"'

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন :

اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

"হে আল্লাহ, মদিনাকে আমাদের প্রিয় করে দিন, যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা। আমাদের জন্য মদিনাকে স্বাস্থ্যকর করে দিন। মদিনার সা' ও মুদের মধ্যে বরকত দান করুন। আর এখানকার জ্বরকে সরিয়ে জুহফায় নিয়ে যান।"'[১৩৮]

এই হলো নবিজি ﷺ-এর পক্ষ থেকে দুআ। এতে তাঁর সাথিদের অনুভূতির মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং তাঁদের মুসিবতকে হালকা করা হয়েছে।

১৩৮. সহিহুল বুখারি : ৩৯২৬।

পরিশিষ্ট

এগুলো কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেওয়া মৌখিক ও বাস্তব আমলি কিছু উদাহরণ। যা মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ সুন্দর করা ও তাদের আত্মার পরিচর্যার গুরুত্বের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে। এগুলো তো কলমের অগ্রভাগে আসা কিছু উদাহরণ—হাদিসের ভান্ডার ও সিরাতের কিতাবসমূহ এমন বহু দৃষ্টান্তে ভরপুর।

এ উদাহরণগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমদের বিভিন্ন পেক্ষাপটে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা। এ কথা বোঝানো যে, শরিয়তে অপরের অনুভূতির প্রতি খেয়াল করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং আমরা যেন একে অপরের অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখে চলি। আমাদের ভাইদের অনুভূতির মূল্যায়ন করি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

‘(হে নবি) আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।’[১৩৯]

---

১৩৯. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫৩।

আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা মুসলিমদের অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করে এবং তাদের অনুভূতির যথাযথ মূল্যায়ন করে চলে।

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

লেখক পরিচিতি

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ। আরবের প্রথিতযশা আলিমে দ্বীন, প্রখ্যাত লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার আলেপ্পোতে ১৩৮০ হিজরির জিলহজ মাসে। বেড়ে ওঠেন সৌদি আরবের রিয়াদে। শাইখ বিন বাজ, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন প্রমুখ খ্যাতনামা আলিমদের কাছে ইলম শেখেন তিনি। দারস-তাদরিস ও দাওয়াহর পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দ্বীনি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন ছোট-বড় বহু গ্রন্থ। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি অনুবাদ হয়ে আসছে বিশ্বের বহু ভাষায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন : 'কাইফা আমালাহুম', 'সিলসিলাতু মুফসিদাতিল কুলুব', 'সিলসিলাতু আমালিল কুলুব', 'আরবাউনা নাসিহাহ লি-ইসলাহিল বুয়ুত' প্রভৃতি (রুহামা থেকে প্রকাশিত শাইখের অন্যান্য গ্রন্থের মতো উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর বাংলা অনুবাদওর্ড যেমন ছিলেন তিনি', 'অন্তরের রোগ', 'অন্তরের আমল', 'আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ'—ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে।)

তিনিই চালু করেন ইসলাম-বিষয়ক প্রশ্ন-উত্তরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইসলামকিউএ.ইনফো (IslamQA.info)। মাজলুম মুসলিমদের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রাখার কারণে সৌদি সরকার ২০১৭ সালে তাকে গ্রেফতার করে। আল্লাহ তাআলা জালিমের কারাগার থেকে তার মুক্তিকে ত্বরান্বিত করুন (আমিন)।

অনুবাদকের কথা

ইসলাম শিষ্টাচার ও উত্তম আদর্শের ধর্ম। ইসলামের নবিই মানুষকে সর্বোত্তমভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে অপরের অনুভূতির মূল্যায়ন করতে হয়; শিষ্টাচার বজায় রেখে কীভাবে সর্বস্তরের মানুষের সাথে যথাযথ আচরণ করতে হয়। নবিজীবন থেকে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার চমৎকার কিছু চিত্র তুলে ধরেই শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু) সাজিয়েছেন তার অনন্যসাধারণ উপহার (مراعاة المشاعر) গ্রন্থটি। চমৎকার এ গ্রন্থটিই বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি 'অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখো' নামে। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে পাঠক অবাক হবেন নিশ্চয়—জীবন চলার পথে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার এমন বিষয়গুলো হয়তো আমরা অনেকে ভেবেও দেখি না! অথচ পরস্পরের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি অটুট রাখার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো প্রিয় পাঠক, পড়ে দেখুন, ছোট্ট এ গ্রন্থটিতে আমাদের জন্য রয়েছে কত চমৎকার শিক্ষা...

-হাসান মাসরুর

কেউ আপনার খিদমতে নিয়োজিত, কখনো কি আপনার খিদমতকারী এ মানুষটির অনুভূতির প্রতি লক্ষ করেন? আপনি কোথাও মেহমান হয়েছেন, মেজবানের অনুভূতির প্রতি খেয়াল করা হয় কি? কিংবা কেউ আপনার বাসায় মেহমান হয়ে এসেছে, তার অনুভূতির যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি কি ভাবেন? কেউ আপনার কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য এসেছে, কেউ আপনার সামনে ভুল করে বসেছে, আপনার প্রতিবেশীদের কেউ অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কারও কাছে হাত না পেতে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে—এমন বহু মানুষের নানান অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী আপনি। সত্যিই বলুন তো, এমন নানান অবস্থার মানুষগুলোর অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখে যথাযথ আচরণ দেখানোর বিষয়টা কি আপনার ভাবনায় থাকে?... প্রিয় পাঠক, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে অপরের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার উত্তম শিক্ষাই আপনি পাবেন।